কৃপণের ধন !

(প্রমোদ-প্রহসন ।)

THE MISER'S MISERY.

A Farcical Comedy.

(১৩০৭ সাল—১৩ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার)

ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রণীত

ও প্রকাশিত ।

কলিকাতা,

৭৯/৩/২/৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

নিউটন প্রেসে

শ্রীশ্রীমন্ত রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩০৭ ।

উৎসর্গ পত্র।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র

রায় বাহাদুর মহানুভবেষু।

কুমার বাহাদুর—

"ষ্টার নাট্য-সম্প্রদায়" গঠিত হইয়াই যেখানে প্রথম অভিনয় করেন, আপনার সেই প্রাসাদে নিত্য ছাত্র-ভোজ, নিত্য ঔষধ-বিতরণ, দিন দিন দানে দীনজনের দুঃখ বিমোচন, অধ্যাপক পণ্ডিতাদির মর্য্যাদা রক্ষা দেখিয়া যদি কৃপণের হাত খোলে, এই ভরসায় হলধর হালদারকে আপনার দয়া-সিক্ত মুক্ত-হস্তে সমর্পণ করিলাম। ভ্রান্ত জীবকে স্থান দান করিলে পরম পরিতোষ লাভ করিব। ইতি—

ষ্টার থিয়েটার।
কলিকাতা,
শনিবার ১৩ই জ্যৈষ্ঠ
১৩০৭ সাল।

অনুগত

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

পাত্র-পাত্রীগণ।

পুরুষ।

হলধর হালদার ... ... কৃপণ।

মধুখুড়ো ... ... জনৈক ধড়ীবাজ অথচ সৎলোক

মন্মথ ... ... শিক্ষিত যুবক।

পুরুতবামুন।

হাবা ... . হলধরের ভৃত্য।

স্ত্রী।

দয়াময়ী ... ... হলধরের স্ত্রী।

কুন্তলা ... ... হলধরের ভাগিনেয়ী।

ইচ্ছা ... ... বাড়ীওয়ালী।

ভিখারী ও তাহার কন্যা এবং প্রতিবেশিনীগণ

কৃপণস্য ধনং !

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

মধু। লে লে বাবা—লে লে, কুচ পরোয়া নেই, ভগবান্ তেরা ভালা করে। ব্রাহ্মণের ধন নিয়ে খুসি হ'লি, আচ্ছা বাবা হ'গে যা; উড়িয়ে দেবে,—দেবেনা জান্‌লে কোন্ শালা রাখ্‌তো? জিনিষ গুলোকে জিনিষগুলো গচ্ছা গেল, তার উপর দেখছি আজ আর অন্নের উপায় নাই। প্রাতঃকালে মহাপুরুষের মুখদর্শন,—আজ যে কোথাও জুটছে তা আর বোধ হ'চ্ছে না। গেরো গেরো, চৌধুরীবাবুদের বাড়ীতে রেখে গেলেই হ'তো; ভাবলুম ওদের সব দিল্‌দরিয়া কারখানা, আপনাদেরই সব ভাল ভাল জিনিষ যে পাচ্ছে লুটে নিচ্ছে, তা আবার আমার বাক্সো সামলাবে। আহা, মা দুই সরস্বতী কি বুদ্ধিই দিয়েছিলে! ভাইনের কোলে পো

সমর্পণ; হলধর হালদার—দুর্গা দুর্গা, না আজ আর আহার হবে না। ইষ্টদেবতার নাম ভুলে গিয়ে, আঁটকুড়ীর বেটার নামই মনে আসছে।

(মন্মথের প্রবেশ)

মন্ম। আরে কেও মধুখুড়ো যে, ফিরলে কবে?

মধু। আরে কেও মাষ্টার মন্মথলাট? কাল ফেরা গেছে, সকাল বেলাই হাবড়ায় ডেলেভার হ'য়েছি।

মন্ম। তবে কেমন বেড়ালে চ্যাড়ালে বল?

মধু। গয়া, কাশী, বৃন্দাবন অঞ্চলে খুব বেড়ান গেল; এখন কল্‌কেতায় এসে চ্যাড়াচ্ছি।

মন্ম। চ্যাড়াচ্ছ কি রকম?

মধু। আর সে কথায় কাজ কি, এখন তোমার খবর কি বল? লেখাপড়া টেখাপড়া কিছু স্নুরু ক'রেছ?

মন্ম। পড়া শুনা একটু যায় বইকি।

মধু। সে পড়া নয় সে পড়া নয়, নেশা ভাঙ কিছু স্নুরু ক'ল্লে?

মন্ম। নেশা না ক'ল্লে বুঝি খুড়োর কাছে লেখা পড়া হয় না?

মধু। হর্স এগ্—ঘোড়ার ডিম, কিছুনা বাবা কিছুনা; যদি মানুষ হ'তে চাও,—পাঠশালে তামাক খাও, ইস্কুলে চরশ, কালেজে হুইস্কি, বিষয়কর্ম্মে গাঁজা, ইন্‌সলভেণ্টে গুলি, তারপর চণ্ডু টেনে সমাধিতে গিয়ে ব'স। আর না হয় বয়বাদ যাও, ষ্টুপিড্ ফুল নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে থাক। আমায় যদি একবার গভর্ণমেণ্ট জজ্ ক'রে দেয়, যে যে ব্যাটা না নেশা করে সব বৃন্দাবনে ট্র্যান্‌স্‌পোর্ট করি।

মন্ম। বৃন্দাবনে কি নেশা টেশার পাঠ নেই বুঝি?

মধু। রামঃ! খালি ভাং খালি ভাং, একটা বদ্ বেয়ারাম জন্মে যায়; মৌয়ো পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। তবে পতিত-পাবনী রেল-ঠাকুরাণী মথুরা ফুঁড়ে ব্রজধামে ঢুকেছেন, বাঙ্গালী বাবুরাও চাকরী, ডাক্তারখানা, দর্জ্জির দোকান কত্তে জুটেছে; একটু একটু সভ্যতার সদুপায় বুঝি হয় হয় হ'য়েছে। তীর্থের টেক্কা বেনারসধাম, যা চাও! চরশ—আসল নেপালী, কচি আঁবের গন্ধ; গাঁজা নয়—যেন শ্যালের ল্যাজ; গুলি—তা কেল্লার অন্ত নাই, বেনারসী পেয়ারাপাতার যাশু; আর দশাশ্ব-মেধের ঘাট তো দশাশ্বমেধের ঘাট!—কলির অশ্বমেধ; চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে, চৌধুরী, মল্লিক প্রভৃতি শা ম'শাইরা বোতল সাজান বারদোয়ারী খুলে ব'সে আছেন; তার উপর লালুয়া ঝন্টুয়া ওগারা, কালাল সাহেবেরা মৌয়ো চোলাই ক'চ্ছেন, ছ'পয়সা বোতল—গরম গরম মেরে দাও; পাশেই অমনি ঝালদার পাঁঠার মিঠুলি ভাজা বিক্রী হ'চ্ছে; জয় বিশ্বনাথ জী!

মন্ম। আচ্ছা মধুখুড়ো! কাশীতে নাকি ভূমিকম্প হয় না?

মধু। শালগ্রামের শোওয়া বসা বোঝবার তো যো নেই, সদাই পা টল্‌ছে; এর ভিতর ভুঁই কখন কাঁপ্‌লো বা থাম্‌লো, বোঝবার তো যো নেই বাবা! এখন যাওয়া হ'চ্ছে কোথায়?

মন্ম। এঁ্যা—এঁ্যা—কোথাও নয়—কোথাও নয়, এই—এই —এইখানে।

মধু। কি বাবা ঢোক গিল্‌ছো যে? তবে দেখছি আমার কালেজের ষ্টুডেন্ট হ'য়েছ। বহুত আচ্ছা বহুত আচ্ছা, তা টেলিগ্রাফের বাবুর মত সকাল বেলাই চলেছ যে?

মন্মথ। না না খুড়ো, তুমি যা ভাবছো তা নয়। আমি এই একবার—একবার হলধর বাবুর বাড়ী যা'ব।

মধু। দুর্গা দুর্গা, আজ আর ব্রাহ্মণটাকে খেতে দিলে না? কাশী গয়া হুইস্কি গাঁজার নামটাম ক'রে এক রকম শুধ্‌রে আস্‌ছিলুম, আবার নির্ব্বাণ আগুন জ্বালিয়ে দিলে?

মন্মথ। তুমিও যেমন, নাম ক'ল্লে খাওয়া হয় না—ওকি একটা কথা। তুমি একটা সবলোট লোক হ'য়ে ওসব মান?

মধু। না মেনে কি করি বাবা, কর্ত্তা যে কাঁচা খেকো দেবতা; প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি—প্রত্যক্ষ ফল দেন। চুলোয় যাকৃগে, খাওয়া দাওয়া তো আজ হবেই না; তা ওখানে যাওয়া হ'চ্ছে কেন? কিছু গচ্ছিত রেখেছ, না সই ক'ত্তে সুরু ক'রেছ?

মন্মথ। না, তা—তা—তা নয়, একটু কাজ আছে।

মধু। ওখানে আর কি কাজ বাবা! বুকের পাটাতো তোমার খুব; না খেয়ে মুখ দেখলে অন্ন হয় না, খেয়ে দেখলে অম্বল শূল হয়; বিমলী বামনী সুদের তাগাদা ক'ত্তে যেত একাদশীর দিন দেখে। তোমার কিছু একটা মৎলব আছে বাবা!

মন্মথ। আমার রোজ রোজ গিয়ে গিয়ে স'য়ে গেছে।

মধু। রোজ যাও—কি ক'ত্তে ?

মন্ম। আমি ওখানে পড়াই।

মধু। পড়াও—কা'কে ? কলনা হালদার কি পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছে নাকি ?

মন্ম। না না, আমি পড়াই—আমি পড়াই——

মধু। কি বাবা, ছাত্রের নাম মনে পড়ছে না, খুব ম্যাষ্টার তো! কা'কে পড়াও ব'লে ফেল না।

মন্ম। কু—কু—কু—

মধু। বাহবা লাট্, কোকিল ডাকতে আরম্ভ ক'ল্লে যে!

মন্ম। না না, ওঁর ভাগ্নীকে পড়াই,—কুন্তলাকে।

মধু। ভাগ্নী!—যেটাকে থুবড়ো ক'রে রেখেছে ? সে যে মস্ত মাগী; ভাল ভাল পোড়ো পেয়েছ ভাল, বেড়ে মজায় আছ; তবে আমার ইষ্টুডেণ্ট হ'লে আরকি।

মন্ম। না না খুড়ো, ওকথা নিয়ে তামাসা ক'রো না।

মধু। ঈস্, পিরিত যে মাখামাখী দেখতে পাই, খুড়োর উপরেই গায়ের জ্বালা! কি বল তোমরা ?—জেলের ঝি, না জেলের হাসি কি, তা বাবা আমার উপর কেন ? খুড়ো ব্যাটারতো ও রোগ নেই বরাবর জান, নেশাটা ভাংটাই যা।

মন্ম। না না খুড়ো, সে অবলা বালা।

মধু। তা আমি কি বলছি লড়ায়ে সেপাই! অবলাবালা না হ'লে কি পিরিত হবে ছোট আদালতের পিয়াদার সঙ্গে ? দেখ মন্মথ বাবাজী! এই খেলোয়াড়ের চেয়ে যে উপর চাল চালে তার নজর বেশী; তোমার ইচ্ছে

দিদি ম'রে অবধি আমি বাবা কখন ছিপ্ হাতে করিনি, কিন্তু পরের ফাতনায় বরাবর দৃষ্টি রাখি। এই যে পড়াও, কি মাহিনে পাও বল দেখি ?

মন্ম। হলধর—

মধু। আরে দুর্গা দুর্গা! হালদার মশাই ব'লেই বল না, কি এমন মধুর নাম যে না কল্লেই নয়।

মন্ম। আচ্ছা হালদার মশাইই সই, ওঁকেত চেন? উনি মাহিনে দিয়ে মাষ্টার রেখে ভাগ্নীকে পড়াবেন ?

মধু। এই দেখেছ বাবা, আমি গোড়ায় ধরেছি; এ পড়ান নয়, প্রেমের পাঠশালে এ্যাপ্রেণ্টিস্ খাটছো। তা বাবাজী তুমি তো সোঁদা আছ, খাতায়ও নাম লিখিয়েছ, কিছুতো মান টান না, যদি এতই মন প'ড়ে থাকে কর্ত্তাকে ব'লে বিয়ে ক'রে ফেলনা কেন; দিন রাত পড়াবে, বেয়ারিংয়ে নিলেই ছেড়ে দেবে।

মন্ম। খুড়ো, তুমি নেশা ভাংই কর আর খা'ই কর, তোমার মুখের সামনে ব'লবো কি তুমি বড় সাদা লোক, বড় পরোপকারী, পরের জন্যই ঘুরে বেড়াও; তোমায় সব খুলে বলি, কুন্তলাকে আমি বড় ভালবাসি, সেও বোধ হয় আমায় ভালবাসে। তাই বলছি মধুখুড়ো, তোমার ঢের মৎলব আসে; যদি আমার এই উপকারটী ক'ত্তে পার, ওই দুর্জ্জনটাকে জব্দ ক'রে দিতে পার, তা হ'লে তোমায় আমি এল, এল, ডি, টাইটেল দিই।

মধু। বড়ই ব'লেছ, আধ ঘণ্টা হয়নি নিজেই জব্দ হ'য়ে আসছি, আমি আবার ওকে জব্দ ক'রবো! এই যে

আমার নানান রকম বড় বড় বাপের নাম শুনতে পাও, খাস্ বাপ ফলনা হালদার। ৪৭ বৎসর বয়স হ'য়েছে, হার মেনেছি তুজনের কাছে;—এক কাশীর গঙ্গাপুত্র, আর তোমার প্রেমময়ীর মাতুল।

মন্ম। খুড়ো, তোমার ৪৭ বৎসর বয়স হ'য়ে গেছে, তা বাবা যৌবন তো বেশ ঠিক রেখেছ; চুলে কলপ দাও নাকি?

মধু। বাপধন! কলপ দিলে কি শমন তলপের দিন পেছিয়ে দেবে? একরকম মন্দ বিধবা, তার উপর চিন্তা-ব্যাধি বড় বেশী নেই; তাই বুঝি এখনও কাল দেব গোঁফে চুলে কলি ফিরুতে স্থুরু করেন নাই।

মন্ম। ঠিক ঠিক হেল্থটা ভাল আছে; মোদ্দাৎ হালদার মশাই তোমায় জব্দ ক'ল্লে কথাটা কি রকম?

মধু। জব্দ ছাই—আমি গুজরেই আনিনে, থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি! সব বড় মানুষের বাড়ীর হোটেল খোলা, সই ক'চ্ছি আর খাচ্ছি, বিল পাঠাবে যমালয়! তবে আমি হেন লোকটা দিল্লী লাহোর মেরে এলুম, বেটা ঠকিয়ে বাঁদর বানিয়ে দিলে এইটে বড় তুঃখ!

মন্ম। তোমায় ঠকালে কি রকম?

মধু। গেরোর কথা কও কেন? ব্রাহ্মণীর চিহ্নিত খান তুচ্চার সোণারূপো ছিল, লক্ষ্মীর হাঁড়ীর একটা রামচন্দ্রি মোহর, আর চুঁচ্ড়োর ছিরুবাবু দিয়েছিলেন, (সেইটেই আসল জিনিষ) গাঁজা খা'বার একটী চাঁদীর ক'লকে: তা পশ্চিম যা'বার সময় মনে ক'ল্লুম কোথা রেখে যাই?—

কৃপণ হোক যা হোক, বেটা সাবধানী লোক; বাক্সো শুদ্ধ ওরই কাছে রেখে গেছলুম; বেটা যে জ্যোচ্চোর অতটা আমার আঁচ হয় নি; আজ দেখা ক'ল্লুম, বেটা পরিষ্কার ব'ল্লে যে,—"আমার কাছে আবার কবে রেখে গেলে?" রেগে মেগে ব'ল্লুম, "নে ব্যাটা পঁইচে খাড়ু সব নে, ব্রাহ্মণীর সোণার নো গাছটী আর চাঁদীর ছিলিমটা দে," বেটা হাহা ক'রে হেসে ব'ল্লে, "তোমার গাঁজায় দোক্তা কম হ'য়েছে বুঝি?"

মন্ম। বল দেখি খুড়ো, এ রকম লোককে জব্দ করা উচিত নয়?

মধু। উচিততো বটে রে বাবা; কিন্তু জব্দ হয় কিসে, করে কে?

মন্ম। তুমি মনে ক'ল্লেই পার; দেখ খুড়ো কত বড় অন্যায় দেখ, ওই ভাগ্নীটী—অনাথা, ছেলে বেলায় বাপ ম'রে গিয়েছিল, পরে আমার সঙ্গে বের সম্বন্ধ হয়, কিন্তু সেই সময়েই ওঁর মাও মারা গেলেন; মরবার সময় তিনি যৌতুকের জন্য (১০০০০৲) দশহাজার টাকা আর বালিকাটীকে আপনার ঐ ভাইয়ের হাতে সমর্পণ ক'রে, আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে ব'লে যান। কিন্তু টাকা দিতে হবে ব'লে, নরাধম ওর বিবাহ দিতে চায় না; এদিকে হিঁদুয়ানী দেখায়, কিন্তু ওর কোন ধর্ম্ম ভয় নেই। টাকা—টাকা—টাকা—টাকাই ওর সর্ব্বস্ব!

মধু। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ হ'য়েছিল জেনেও যে তোমাকে বাড়ী ঢুক্‌তে দেয়?

মন্ম। না, সেটা জানে না; আমার বাড়ীতে "ভুবো ভুবো"

ব'লে ডাকতো। কুন্তলার মা মরবার সময় ব'লে যান, যে তাঁর কন্যার যেন ভুবোর সঙ্গে বে হয়; আমি যে "নৈহাটীর ভুবো" একথা বলিনি, কুন্তলাও আমার আগে কখন দেখেনি, সেও আমায় চেনে না। আমাদের দুজনেরই বাপে বাপে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, তাই ঐ সম্বন্ধ।

মধু। এখন তোমার মৎলবটা কি?—চাও কি?

মন্ম। কুন্তলা আমাকে বে করুক বা না করুক, ওর টাকাগুলি ওকে পাইয়ে দেওয়া।

মধু। ওই হ'লো ওই হলো; তোমার কুন্তলাও চাই, টাকাও চাই।

মন্ম। আমি যথার্থ বলছি খুড়ো, আমার টাকায় দরকার নাই, যা' আছে, আমার যথেষ্ট চলে; কিন্তু কুন্তলার মন জেনেছি, যে ওর স্বামীকে টাকা না দেওয়াতে পাল্লে ও বে করবেনা, সে ঐ এক গোঁ ধরেছে। খুড়ো এইটী ক'রে দাও, তুমি মনে কল্লেই পার; আর অমনি তার সঙ্গে তোমার জিনিষ গুলোও আদায় কর; লোকটাকে জব্দ কর, একটী ফন্দী ঠাওরাও।

মধু। র'সো, বেটা নেশা টেশা করে?

মন্ম। কিছুতে আপত্য নাই, পরের পয়সায় বিষ কিনে দিলে ও খেতে পারে। দাঁড়াও দাঁড়াও এক মজা আছে, ব্রজদাস ম'রে গেছে;—চিনতে পেরেছ তো?

মধু। হাঁ হাঁ ব'লে যাও, আমায় একবার ১৬৲ টাকা নগদ দিয়েছিল; বাপান্ত করে আদায় কল্লেছিলুম।

মন্ম। সমস্ত বিষয় তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নামে লিখে দিয়ে গেছে। হল্—

মধু। আবার নাম করে!

মন্ম। আচ্ছা, যাকগে হালদার মশাই,—সেই স্ত্রীলোকটী হাত ক'রে, বিষয়টা বাগাবার চেষ্টায় আছেন; এ থেকে যদি কিছু ক'ত্তে পার।

মধু। বিধবাটার স্বভাব চরিত্তির কেমন?

মন্ম। আমি যতদূর শুনেছি সতী লক্ষ্মী; কিন্তু পাজীর আক্কেল দেখ।

মধু। তবে?—

মন্ম। তবে আর আমি কি বোলবো মোকর্দ্দমার হাল সব তোমায় বয়ান কল্লুম, এখন তুমি একটা উকিলী ফন্দী ঠাওরাও।

মধু। তাইতো বাবাজী তুমি উস্‌কে দিলে বেটার উপর রাগ বাড়্‌ল, নইলে আমার পাওনাটা আমি মন থেকে উড়িয়ে দিচ্ছিলেম।

মন্ম। না খুড়ো একটা কিছু ঠাওরাও; এতে তোমার উপকার হবে, আমার উপকার হবে, দেশের উপকার হবে।

মধু। দেশের উপকার! আমা হ'তে দেশের উপকার চাও তো—সব গাঁজা ধরাও। এই যে সভা ক'রে দেশের উপকার—না খেয়ে গেঁজেলি, আমায় বড়ই বিরক্ত ক'রেছে। এখন তোমার উপকার বা ব'ল্লে, আসল কথা; একটু ঠাউরে দেখা যাক্।

মন্ম। হাঁ বাবা, ঠাওরাও বাবা।

মধু। র'সো বাবা র'সো, অত ঘোড় দৌড়ের চালে চ'ল্লে চলবে না; এ একেলা তোমার খুড়োর কর্ম্ম নয়, তোমার ইচ্ছে দিদির বুদ্ধি একটু ভাড়া করে নিতে হবে। জানত, ওর বুদ্ধির জন্যই ওর ঘরে আড্ডাটা রাখা।

মন্ম। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি যা ভাল বোঝ কর; আমি আজ আর বেশী পড়াব না, একবার কুন্তলার সঙ্গে দেখা ক'রেই বাসায় যাচ্ছি; তুমি সেই খানেই যাও খাওয়া দাওয়া ক'রবে, আমি এখনি ফিরছি।

মধু। বহুত আচ্ছা, বের্‌ আগেই ঘটকের ব্রাহ্মণ ভোজন।

মন্ম। খুড়ো! তুমি লাগলেই পারবে, তোমার ঢের মৎলব; তাতে যদি আবার তোমার খুড়ী লাগে।

মধু। বলি শ্যাম যে বড় উতলা হ'লেগো, একটু ধৈর্য্য ধর।

মন্ম। তামাসা ছাড় খুড়ো, এ বড় সিরিয়াস।

মধু। রসতো বটে গো রাই,
মোদ্দাৎ সময় তো চাই,
বুঝলে হে কানাই।
প্রথমে একটু কারণ ক'ত্তে হবে, তার পর রীতিমত উপর্য্যুপরি দুটীছিলিম গাঁজা চড়াতে হবে, তবে তো মাথায় গ্যাস লাইট জ্বলবে, বুদ্ধি আসবে!

মন্ম। তা আমার বাসায় যাও, খাওয়া দাওয়া ক'রে—সেই খানেই সব যোগাড় ক'রে দেব এখন।

মধু। না, তা হ'লে চৌধুরীবাবুদের হোটেলে নাম কেটে দেবে; বাঁধা রাইস আছে সেইখানেই খাইগে বাবা, আজ জোটেতো সেইখানেই জুট্‌বে। নগদ কিছু ছাড়,

নেশা ভাংটা ক'রে মৎলব ঠাওরান যাকগে; কাল তোমার বাসায় এসে যা হয় ব'লবো।

মন্ম। তবে এই একটা টাকা হ'লেই হবে?

মধু। হুইস্কির দর কিছু চ'ড়েছে, আচ্ছা গাঁজায় পাষাণ ভেঙ্গে নেব এখন, দাও।

মন্ম। (টাকা দিয়া) তবে এখন আমি চল্লুম, কাল যেন নিশ্চয় দেখা হয়।

মধু। আচ্ছা। (মন্মথের প্রস্থান করিতে করিতে পুনঃপ্রবেশ)

মন্ম। দেখো ভুল না।

মধু। না বায়না দিলে ভুলবো?

মন্ম। যেন বেশী নেশা ক'রে পড়ে থেক না।

মধু। ছেড়েছ তো লম্বা এক টাকা, বেশী নেশা কি রকম!

মন্ম। না—না, তাই বলছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ।

হলধর।

হল। টাকা নেবে—টাকা নেবে? রূপোর ঘড়া, সোণার চেন, হীরের আংটী, ইংরেজের বাড়ির খাট, নেবে নাকি? এই নাও না; ওরে ব্যাটা ঘট্‌কা—হাতে হাত দিয়ে সত্যি! ওরে ছুঁড়ি বিন্দি—তুই মরমার সময় আমাকে

একটা হলফ করিয়ে যাবি, আর আমি তাই মানবো? "নৈহাটীর ভুবোর সঙ্গে আমার কুন্তলার বে দিও;" আরে ভুবোর মার যে অজগরের জঠর, "ওর মার দশ হাজার টাকা দাও, আর তুমি কি দেবে বল?" আমি দেব —আমি দেব? আমি—আমি—আমি——আমার ভারি দায়টা! দূর, যত বেটা ভোম্বোল দাস "কন্যাদায়, কন্যাদায়" ক'রে পাগল! কন্যাদায় কিসের রে? হিন্দুধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম! শাস্ত্রের মুখে আগুন, মনুর মাথায় মুড়ো ঝাঁটা,—হিন্দুধর্ম্ম ক'রেছেন! ওতো উড়নচণ্ডী ধর্ম্ম, খালি খরচ—খালি খরচ! এ বুদ্ধি আমার আগে হয়নি, খালি খরচ ক'রে মরেছি? এই তো দিলুম না বে, নে বেটা কে টাকা নিবি নে? যদি বে দিই—হায়েষ্ট বিডারে; —বড় মেয়ে, সুন্দরী, মাষ্টার লেখাপড়া শিখিয়েছে; জাত খোয়ালে কত বেটা নিলেমে ডেকে নেবে।

নেপথ্যে—জয় রাধেকৃষ্ণ, এই কাণা অতুরকে একমুঠো চাল দাও বাবা।

হল। কেরে বেটা—কেরে বেটা? বেরো বলছি।

(বালিকা কন্যাসহ জনৈক কাণার প্রবেশ)

গীত।

আমার হবে না বিয়ে আমার হবে না বিয়ে।
বেড়া'ব ভিক্ষে ক'রে দুই বাপে ঝিয়ে॥
যা'র বাপ বুড়ো—কাণা, তার বিয়ে ক'ত্তে মানা,

যাব হেসে খেলে একটী পয়সা পেলে,
তাই নিয়ে ;—
কে দাতা আছিস্, তারে আশীষ দিয়ে ॥

হল। একেবারে ঘরের ভিতর ? আবার একটা মেয়ে সাজিয়ে গান গাওয়াচ্ছে ; জানিস বেটা আমি অশ্লীল হ'য়েছি, আমার সামনে মেয়ে মানুষের গান ?

কন্যা। সমস্ত দিন খাইনে, কিছু দাও বাবা।

হল। খাওনি ? খাওনি তা আমার কি ?—

কাণা। দাও বাবা, কিছু দাও বাবা, এই কাণা বাবা।

হল। পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা ! বেটা কাণা খোঁড়ার এক গুণ বাড়া, ভিক্ষে ক'ত্তে এসেছ ? বেটা বেরো বলছি।

কাণা। অন্ধ নাচার বাবা, পয়সা কড়ি চাইনে—একমুঠো চাল।

হল। চাল—চাল ! চাল পয়সা নয়, চাল অমনি আসে ? পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা, এক বেটার দেখা নেই, আর সে দিন রাস্তায় একজোড়া ছেঁড়া জুতো প'ড়েছিল, পায়ে হয় কিনা দেখছিলুম, আর বত্রিশ বেটা অমনি আতুসী কাঁচ জ্বালিয়ে "কোন্ হায় কোন্ হায়" ক'রে ঘিরে দাঁড়াল।

কাণা। গিন্নী মা—

হল। গিন্নী মা তোর বাবা !

কাণা। রুক্ষ মুখ কর কেন বাবা, অমনিই ফিরে যাচ্ছি।

হল। কোম্পানীর আইন জানিস বেটা, ভিক্ষে ক'ল্লে জেল হয়; বেরো, নইলে আমি নিজে টেনে নিয়েগিয়ে থানায় দেব।

কাণা। আচ্ছা বাবা তোমার ভাল হ'ক, চল্লুম। (স্বগতঃ) গুওটা কি পাষণ্ড গা! একমুঠো চালের জন্য এলুম পাহারাওয়ালা ডাকে, উচ্ছন্ন যা—উচ্ছন্ন যা।

হল। বেটা বিড়্‌বিড়্‌ বকৃছিস কি? বেরো,—কাণা সেজে জুচ্চুরি!

কাণা। ভগবান্ তোমায় এমনি জুচ্চুরি ক'ত্তে দিন।

(প্রস্থান)

(দয়াময়ীর প্রবেশ)

দয়া। হ্যাঁগা, আবার কার সঙ্গে বকাবকি হ'চ্ছিল?

হল। এই দেখনা, এক বেটা কাণা এয়েছেন ভিক্ষে ক'ত্তে; কাণা হ'য়েছেন তো মাথা কিনেছেন।

দয়া। তাই বুঝি গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলে? একমুঠো চাল দিলে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেত।

হল। ওঃ বেটী আমার কি রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের মেয়ে গো! মুঠো মুঠো চাল দেবেন, কাঙ্গালী ভোজন করা'বেন; অমন উড়নচুড়ে মেয়ে তোর বাপ আমার ঘরে দিয়েছিল কেন? তারক প্রামাণিকের সঙ্গে বে দিতে পারেনি?

দয়া। আমার কুষ্ঠীতে যে লেখা ছিল চামার সোয়ামী হবে; মুখে আগুন মুখে আগুন, খরচ হবে ব'লে বুড়ো ভাগ্নীকে থুবড়ো ক'রে রাখলে, বাপ পিতামহের ধর্ম্ম ত্যাগ ক'ল্লে!

পোড়া কপাল, কা'র জন্য গেরো দিচ্ছ? ভোগ ক'রবে কে? তোমার বরাতে পেটে কি আমার একটা হ'লো?

হল। আমি ভোগ ক'রবো, তোর বাবা ভোগ ক'রবে; পেটে একটা হ'লোনা ব'লে আপশোস হ'য়েছে,—না? গণ্ডা গণ্ডা হ'লে খুব রাশ রাশ গেলাতেন, আর আমার মাথা খেতেন।

দয়া। তোমার মাথা তুমি আপনিই খাচ্ছ; এই মধু বামুন দেখা সাক্ষাৎ জিনিস গুলো রেখে গেল, আর চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে স্পষ্ট উড়িয়ে দিলে গা! যা ইচ্ছে করগে, যে আগুনে হাত দেবে আপনি পুড়বে। এখন আমায় কিছু খরচ দাও, এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কলসী উৎসর্গ ক'ত্তে হবে।

হল। কি—খরচ? কি—কি—কি ক'ত্তে হবে?

দয়া। কলসী উৎসর্গ—কলসী উৎসর্গ, কাণের মাথা খেয়েছ?

হল। দড়ি ঘরে আছে কি? তা হ'লে না হয় আধ পয়সা দিয়ে একটা কলসী কিনে দিচ্ছি, একদম কিছু খরচ হ'য়ে যাক; একেবারে নিশ্চিন্ত হই।

দয়া। ন্যাকাপনা রেখে দাও, তোমার কাছে যে বেশী চায় সে বেহায়া; একটা টাকা ফেলে দাও, তাতেই সব সেরে নেব এখন।

হল। এক টা—কা!—ষো—ল আ—না!—চৌ—ষ—ট্টী প—য়—সা! দে বেটী দে—আমার গলায় ছুরী দে, তোর যা মনে আছে তাই কর, তাতেও আমার

লাভ; একবেলা খাবি, হবিষ্যি করবি, তা'তেও আমার লাভ; সিকি খরচায় সংসার চ'লবে।

দয়া। বৎসরান্তে বাপ মাকে একটু জল দেব মনে করেছি, তা'তেও তোমার মাথায় চাল ভেঙ্গে প'ড়লো!

হল। বাপ মাকে জল কি? মরা গরুতে ঘাস খায়?

দয়া। আপনার মত সবাইকে দেখ কেন? আমার বাপ মা ভাগাড়ে যায়নি, মরা গরু নয়; সাধু মানুষ, স্বর্গে গেছেন।

হল। তা স্বর্গে কি মরুভূমি হ'য়েছে নাকি, যে তুমি না দিলে এক ছটাক জল জুটবে না? আর যদিও একটু জলের জন্য ভূত হ'য়ে আসতে হয়, এই তো গঙ্গায় জল টল্ টল্ ক'চ্ছে, মোড়ে মোড়ে কল র'য়েছে, এক গণ্ডূষ খেতে পারে না? ও সব পুরুত বেটাদের কারসাজী, খালি পয়সা মারবার ফিকির; যাচ্ছে—যাচ্ছে উচ্ছন্ন যাচ্ছে, হিন্দুধর্ম্ম এই খরচের জন্যই উচ্ছন্ন যাচ্ছে।

দয়া। তোমার অধর্ম্ম নিয়ে তুমি প'চে মর, এখন আমায় দেবে কি না বল?

হল। আমা হ'তে হবে না, আমার কিছু নেই; খরচের ভয়ে কাচা দিয়ে কাপড় পরিনে, আমি একটা টাকা দেব! এক—টা—কা! তুমি তাই ভাঙ্গিয়ে খরচ ক'রবে, বামুনকে দেবে? তুমি গলায় ছুরী দিতে পার, মানুষ খুন ক'ত্তে পার!

দয়া। দেবেনা—দেবেনা? আচ্ছা আমিও "যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর" শুধু জানি; চাল ডাল ঘরে যা আছে

সব ভূষি্য সাজিয়ে দেব, এই নথ দক্ষিণে দেব, দেখি তুমি কি কর ?

হল। পুঁতে ফেলবো—পুঁতে ফেলবো—

দয়া। ফেলনা দেখি, আমি লুটিয়ে দেব ; এই চল্লুম।

হল। খবরদার—খবরদার—

দয়া। আমি কোন কথা শুনবো না।

হল। ওরে আমি ম'রে যা'ব, তোর পতি হত্যার পাতক হবে, সত্যি ম'রে যাব ; ওরে তুই জানিসনি জানিসনি, সেই যে গল্পের রাক্ষসীদের প্রাণ যেমন ভোমরা ভুমরীর ভিতর থাকতো, আমার প্রাণ তেমনি ঐ সিন্দুকের ভিতর আছে ; খরচ ক'রবি আর আমায় মারবি।

দয়া। পয়সা খরচ ক'ল্লে মানুষ মরেনা, আমার ঢের দেখা আছে।

হল। আমার কথা শুন, তোর পায়ে পড়ি—বুক চিরে রক্ত দি ; এক কর্ম্ম কর, খুঁজে পেতে চারটে পয়সা দিচ্ছি, তা'র ভিতর সেরে নে।

দয়া। চার পয়সায় কলসী উৎসর্গ ?

হল। ওরে বুঝে ক'ত্তে পাল্লে হয় রে, বুঝে ক'ত্তে পাল্লে হয় ; বাবার আদ্যশ্রাদ্ধ আমি আট আনায় সেরেছিলুম ; দু' পয়সায় নৈবেদ্য, এক পয়সা দক্ষিণে, আধ পয়সা বস্ত্রের মূল্য, আধ পয়সা কলসী, জল কলে আছে, অঢেল হ'য়ে যা'বে।

দয়া। উচ্ছন্ন যাও—উচ্ছন্ন যাও, তুমি উচ্ছন্ন যাও, তোমার বুদ্ধিও উচ্ছন্ন যা'ক ; আমার যা খুসী তাই ক'রবো দেখি তুমি কি কর।

হল। ওরে যাসনে—যাসনে, শোন—শোন ও গিন্নী দয়াময়ী, লক্ষ্মী ধন আমার, ওরে এ বয়সে আত্মহত্যা করাসনে; খুন হব, খুন হব, গলায় দড়ি দেব,—ওরে সত্য বলছি পয়সা থাকলে আফিং কিনে খেতুম।

দয়া। যেমন তুমি তেমনি আমি, আমার বাপ মাকে বৎসরান্তে একটু জল দিতে দেবে না? দেখি—দেখি আজ তুমি কি কর; আজ হাঁড়ীকুঁড়ী বিলিয়ে দেব।

হল। থাম—থাম, মা দুর্গা কি ক'ল্লে? থুড়ি,—না না ভুলে বলিছি, দুর্গা না—কেউনা—বাবা বাবা তুমি কি ক'ল্লে? এই দেখ মলুম, গলাটিপে মলুম।

দয়া। মর বাঁচ যা ইচ্ছে কর, বাপ মার কাজ আমি ক'রবোই; এই চল্লুম।

হল। গলা টিপে মলুম—গলাটিপে মলুম, তুই রাঁড় হ'বি, একাদশী ক'রবি, মাছ খেতে পাবিনে।

(হাবার প্রবেশ)

হাবা। এও এও এও—আবা আবা আবা।

হল। ওরে গুয়োটা তুই কোথা যাস? বাড়ীতে যে সে ঢুকছে,—পাওনাদার ঢুকছে, ভিখিরী ঢুকছে; কোথা গিয়েছিলি বল? বল—বল কোথা গিয়েছিলি?

হাবা। ইঃ ইঃ উঁঃ উঁঃ উউউ (ইঙ্গিত দ্বারা পৈতা, যপ, টিকি ইত্যাদি দ্বারা পুরোহিতকে প্রদর্শন)।

হল। কোথা?

দয়া। পুরুতবাড়ী, বুঝতে পাচ্ছনা? আমি পাঠিয়েছিলুম।

হল। হুঁ—হুঁ পুরুতবাড়ী ?—কে যেতে বলেছিল বেটা, কে তোকে বলেছিল ?

হাবা। এউ—এউ—এঁ ইঁইঁইঁইঁ (গৃহিণীকে দেখান)।

দয়া। আহা, কি চাকরই রেখেছেন !

হল। ওরে আবাগের বেটী এমন চাকর কি পাওয়া যায় ! দুটি খা'বে প'রবে বই মাইনে নেবে না, আর ঘরের কথা কোথাও বলতে পারবে না।

দয়া। পুরুত কখন আসবে ?

হাবা। আউ আউ আউ এঁ্যা এঁ্যা। (ইঙ্গিতে সন্ধ্যা প্রদর্শন)।

দয়া। সন্ধ্যার পর ?

হল। গিন্নী—দয়াময়ী ! আর পুরুতে কাজ নেই, আমায় বাঁচাও, খুন ক'রনা ; এলে পরে ব'লো আমাদের অশৌচ হ'য়েছে, এ মাসে কলসী উৎসর্গ হবে না।

দয়া। মুখে আগুন মুখে আগুন, ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিথ্যা কথা ক'ব ?

হল। বড্ড খরচ হবে গিন্নি, বড্ড খরচ হবে ! এক—টা—কা ! বাপরে !

হাবা। এ্যা এ্যা বা বা বা এ্যাবা।

হল। যা যা বেটা দরজার কাছে বস্‌গে যা, চুনওয়ালা বেটা যদি টাকার জন্য আসে তা ফিরিয়ে দিস, বলিস আমি বাড়ীতে নেই।

হাবা। অউ অউ ?

হল। চুনওয়ালা—চুনওয়ালা। (চুনকামের ইঙ্গিত)

হাবা। হেই হেই হেই (হাস্য) অউ অউ অউ আবা আবা আ।

দয়া। এখনও ভালয় ভালয় বলছি টাকাটা ফেলে দাও, কলসী উৎসর্গ আমি করবোই—যেথেকে হ'ক।

হল। গিন্নী—দয়াময়ী! আমার খানিকটে চামড়া কেটে নাও, টাকা কা'কে বলে আমি দেখিনে।

দয়া। আচ্ছা, দেখেছ কিনা আমি বুঝছি, এই চল্লুম।

হল। ওগো যেওনা যেওনা খুন হব, আত্ম হত্যা হব।

হাবা। আউ আউ আউ—এই এই এই উ উ উ।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুন্তলার কক্ষ।

কুন্তলা ও মন্মথ।

কুন্ত। আমি আজ আর প'ড়্‌ব না।

মন্ম। কেন প'ড়্‌বেন না?

কুন্ত। না আমি প'ড়ব না।

মন্ম। কেন প'ড়্‌বেন না?

কুন্ত। আমার আজ ভাল লাগছে না।

মন্ম। তবে আমি বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দেব।

কুন্ত। হাঁ হাঁ তাই বেশ, দরজায় একখানা ভাঙ্গা বেঞ্চি আছে, ঘাড়ে ক'রে নিয়ে আস্থন, আমি দাঁড়া'ব এখন।

মন্মু। দেখছি আপনার জন্য একগাছা বেত কিনতে হ'ল; আপনি বড় খারাপ ছোকরা হ'চ্ছেন।

কুন্তু। বেতের পয়সা তো মামা দেবেন, তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত আছি।

মন্মু। কেন, আমি যদি নিজের পয়সা দিয়ে বেত কিনি?

কুন্তু। নিজের পয়সা খরচ ক'রে আগে আমার জন্য বুঝি বেত গাছটী কিনবেন?

মন্মু। না না একটু পড়ুন, ভূগোল খানা নিয়ে আসুন।

কুন্তু। ভূগোল আর প'ড়তে হবে না, পৃথিবী যে গোল তা আমি অনেক দিন বুঝেছি।

মন্মু। তবে ব্যাকরণ আনুন।

কুন্তু। ব্যাকরণ এনে কি ক'রবো? আমার সন্ধি বিচ্ছেদ তো হ'য়েই আছে।

মন্মু। তবে শ্লেট নিয়ে আসুন, অঙ্ক কসুন।

কুন্তু। কি অঙ্ক ক'সবো?

মন্মু। ভগ্নাংশ।

কুন্তু। আমি নিজেই ভগ্নাংশ, তা'র আর কসবো কি?

মন্মু। আপনি বড় বাচাল।

কুন্তু। নারী জন্মের কোন চাল আমার নাই, একটু বাচাল হ'বনা?

মন্মু। বসুন বসুন।

কুন্তু। কোথায় ব'সবো?

মন্মু। বসুন না এই আমার কাছে।

কুন্তু। আপনার কাছে? না আপনার কাছে ব'সবো না;

আপনি স্ত্রীলোক স্পর্শ করেন না, আমি কাছে ব'সলে আপনার ব্রত ভঙ্গ হবে।

মন্ম। আপনার সঙ্গে আলাদা সম্পর্ক, আপনি কাছে ব'সলে ব্রত ভঙ্গ হবে না।

কুন্ত। আমার সঙ্গে আবার কি সম্পর্ক? আমার কারুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

মন্ম। আপনার সঙ্গে শিক্ষক ছাত্রী সম্পর্ক নেই?

কুন্ত। আমি যদি আপনার ছাত্রী, তা হ'লে কোন শাস্ত্রে আপনি আমাকে "আপনি" ব'লে কথা ক'ন?

মন্ম। ওটা কি জানেন স্ত্রীলোককে মান্য ক'রে কথা ক'ইতে হয়, বিশেষতঃ আপনি নিতান্ত বালিকা নন, আপনার যৌব——এঁ্যা বয়স একটু হ'য়েছে।

কুন্ত। (সহাস্যে) হো হো আমার বয়স হ'য়েছে, মাষ্টার মশাই আমার কুষ্টী দেখেছেন, আমি বুড়া হ'য়েছি। এই দেখুন আমরা চুলগুলো পেকে গেছে, দাঁত প'ড়ে গেছে, চোখে দেখতে পাইনে; এই দেখুন কোথা যাচ্ছি—কোথা যাচ্ছি, কিছু দেখতে পাচ্ছিনি; আপনি কোথায় ও মাষ্টার মশাই, স'রে দাঁড়ান—যেন ঘাড়ে প'ড়ে যাইনে; আর চলতে পারিনে, এইখানে কোথাও ব'সে পড়ি, দেখবেন —আপনি এখানে নেই তো? থাকেন তো স'রে যান, নইলে কোথায় ব'সতে কোথায় ব'সবো।

মন্ম। বসুন বসুন, এইখানে বসুন।

কুন্ত। আমি আপনার কাছে ব'সবো না, আপনি এখানে নেই তো—দেখবেন নেই তো, আমি বসি?

মন্ম। বসুন না।

কুম্ভ। না আমি আপনার কাছে ব'সবো না, আমি এইখানে বসলুম। (পার্শ্বে উপবেশন)

মন্ম। (হাত ধরিয়া) এইতো, এইতো আমার কাছেই ব'সেছেন, আরতো পালিয়ে যেতে দেব না।

কুম্ভ। (জিব কাটিয়া) এঁ্যা কি ক'ল্লুম—কি ক'ল্লুম? দেখলেন কাণা হ'লে কত বিপদ; ছিঃ ছিঃ আপনি তো দেখতে পাচ্ছিলেন, আমায় সাবধান ক'রে দিলেন না কেন? যান, আপনার সঙ্গে আমার আড়ি।

মন্ম। আড়ি ক'রবেন না আমারও চক্ষু ছিলনা, আমিও অন্ধ হ'য়েছিলুম।

কুম্ভ। আপনি কিসে অন্ধ হ'লেন? ও—ও কি ইন্‌ফু—ইন্‌ফু—

মন্ম। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

কুম্ভ। হাঁ হাঁ, তারই মত ছোঁয়াচে রোগ?

মন্ম। ইংরেজীতে কাণা কাকে বলে জানেন?

কুম্ভ। জানি, এ বাইণ্ড ম্যান—এক কাণা মনুষ্য, হয়নি?

মন্ম। না না, সে কাণা নয়; ইংরেজীতে কিউপীডকে কাণা বলে।

কুম্ভ। কে সে?

মন্ম। কিউপীড,—আমাদের বাঙ্গালায় যেমন রতিপতি, প্রণয়ের দেবতা।

কুম্ভ। সাহেবদের প্রণয়ের দেবতা বুঝি কাণা? তবে আপনি কি ইংরেজী রতিপতি?

মন্ম। কুন্তলা—

কুন্ত। নাম ধ'রে ফেল্লেন? ছিঃ ছিঃ গঙ্গাজল স্পর্শ করুন—গঙ্গাজল স্পর্শ করুন।

মন্ম। কুন্তলা—কুন্তলা—কুন্তলা—

কুন্ত। এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—কেন—কেন—কেন?

মন্ম। কুন্তলা—কুন্তলা—

কুন্ত। কি বলছেন—কি বলছেন? সত্য সত্যই কি আমায় বুড়ী ঠাউরেছেন?—শুন্‌তে পাচ্ছি যে, আপনাদের কাণ রতিপতির কাছে চৌদ্দয় কি বুড়ী হয়?

মন্ম। কুন্তলা! তোমার নৈহাটীর কথা মনে পড়ে?

কুন্ত। মনে প'ড়বে না কেন, পাঁচ বৎসরের কথা বইতো নয়:

গীত।

সেই নৈহাটীর ঘাটে—ব'সে পৈঠের পাটে,
খেলা ক'রেছি ফুল ভাসিয়ে জলে।
আহা সেথা গঙ্গা কেমন চলে চ'লে॥
সেথা আমের ডাল্‌টী কেমন মধুর দোলে,
সেথা ঘুমুতেম ওগো মায়ের কোলে॥
(আবার) কথা ছিল বিকিয়ে রব পায়ের তলে,
পরিয়ে ফুলের মালা তা'রি গলে॥
সে আমার বর যে ভাই,
তার নাম যে ক'ত্তে নাই,
এখন সুধু স্বপন দেখি, সে সব গিয়েছে চ'লে॥

মন্ম। মিত্তিরদের ভূবোর নাম কখনও শুনেছিলে ?

কুন্ত। আজ আর আমি প'ড়ব না, রান্নাঘরে মামীর কাছে যাই।

মন্ম। না না ব'সো ব'সো, বলনা সে সব মনে পড়ে—নৈহাটীর ভূবোকে ?

কুন্ত। ও সব কি কথা ?—আপনি আমায় কি পড়া পড়াচ্ছেন ?

মন্ম। দেখ, তুমি জান সেই ভূবোর সঙ্গে বে দেবেন ব'লে তোমার মা সত্য ক'রেছিলেন, ধর্ম্মতঃ তুমি তাঁর স্ত্রী।

কুন্ত। যাঁ'কে আমি কখন চ'খে দেখিনি, আমি তাঁর স্ত্রী! ও সব কথা আমায় কখন ব'লবেন না; মামা আমায় পরমপবিত্র কুমারী-ব্রত নিতে ব'লেছেন, আমি মেমেদের মত আশী বৎসর পর্য্যন্ত মিশিবাবা থাকব।

মন্ম। তোমার কি বিবাহ ক'র্ত্তে সংসার ক'র্ত্তে সাধ হয় না ? তোমার প্রাণে কি প্রণয় নেই ?

কুন্ত। আমার সাধ হ'ক বা না হ'ক তাতে কি হ'বে; আমিতো আপনাকে ব'লেছি, মা তাঁর টাকা আমার স্বামীর জন্য রেখে গেছেন, মামার বড় লোভ সে টাকা ছাড়বেন না; আমার যিনি স্বামী হবেন, তিনি সে টাকা না পেলে আমি বিবাহ ক'রবো না; মামার মতেই মত।

মন্ম। আমার টাকা চাইনি কুন্তলা, আমার পৈতৃক যা আছে যথেষ্ট চ'লবে; আমি এতদিন বলিনি, আমিই সেই ভূবো —তুমি আমাকে বিবাহ কর; তোমার মামা কৃপণ—অর্থ লোভী, চল আমরা গোপনে চ'লে গিয়ে বিবাহ করি।

কুন্ত। এঁ্যা—ছি ছি কি লজ্জা—কি লজ্জা! আমার বর?—ওমা কি ঘেন্না!—বর মাষ্টার হ'য়েছিল? ছি ছি কত বেহায়াপনা ক'রেছি, কত ফাঁস কথা ক'য়েছি।

গীত।

সোণার টোপর মাথায় দিয়ে
লুকিয়ে ছিলে কোন বনে।
আজকে হঠাৎ হ'লে উদয়, দাসীর হৃদয় গগনে॥
(আমার বর—আমার বর—ওগো আমার বর!)
—ছিলুম যবে বালিকা, ছোট্ট কচি কলিকা,
নিয়ে কে জানে কি তুলিকা—
এঁকে ছিলুম তোমায় আমি এই মনে॥
(এই মনে—এই মনে—বুঝ্‌লে আমার বর?)
শেষ তৃষ্ণার সময় মাষ্টার মশাই,
তোমায় আমি হৃদে বসাই;
এখন দেখ্‌ছি আলো হ'লো ভাল—
আমরা সেই ছেলে বেলার বর ক'নে॥
(কেমন ঠিকনা—কেমন ঠিকনা—ও আমার বর?)

মম্ম। কুন্তলা—কুন্তলা—কুন্তলা—

কুন্ত। এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা, বর কি এখনও আমায় বুড়ী ঠাওরাচ্ছে?

মন্ম। কুন্তলা! তোমায় না পেলে আমি বাঁচবো না; আমাকে বিবাহ কর, চল আমরা গোপনে চ'লে যাই।

কুন্ত। যদি কেউ কখন আমার স্বামী হয় সে তুমি; কিন্তু মামা যে আমার স্বামীকে ফাঁকি দেবেন, তা আমি সহ্য ক'ত্তে পারবো না। আমি পন ক'রেছি টাকা আদায় ক'ত্তে পার ভালই, নইলে যেমন আছি তেমনি থাকবো, কোন সাধে কাজ নেই, এমনই মরবো।

মন্ম। তারও এক ফিকির ক'রেছি, যদি তুমি আমার কথা মত চল।

কুন্ত। মাষ্টার মশাই তুমি আমার বর, কন্তে কি বরের কথা ছাড়া চলে?

মন্ম। কুন্তলা—কুন্তলা—কুন্তলা! প্রিয়ে—প্রিয়ে!

কুন্ত। নাথ—নাথ—মাষ্টার মশাই—মাষ্টার মশাই—

মন্ম। চল কুন্তলা আমরা পালাই চল, বিবাহ ক'রে আমরা দুজনে নৈহাটীতে আমার বাড়ীতে সুখ সচ্ছন্দে থাকবো; টাকায় তোমার কাজ কি? এ বাড়ীতে আর তোমার থেকে কাজ নেই।

কুন্ত। তেল দাও সিঁদুর দাও, ভবী ভোলবার নয়; মার আজ্ঞে—টাকা সুদ্ধ আমায় দান ক'রে গেছেন, আমি অমনি তোমার গলায় প'ড়বো না।

মন্ম। একি তোমার বাই?

কুন্ত। বিদঘুটে—

মন্ম। আচ্ছা, (Nothing is unfair in Love and War.) রণে প্রেমে কিছুতেই দোষ নেই; ভাল যদি কোন

ফিকিরে তোমার মামার কাছথেকে টাকা আদায় করা যায়, তা হ'লে আমি যা ব'লবো—ক'রবে? আমার সঙ্গে লুকিয়ে যাবে?

কুন্দ। তা হ'লে তোমায় দেখলে আমি ঘোমটা দেব, বুঝলে মাষ্টার—বর?

মন্ম। ঐই সত্য?

কুন্দ। সত্য—সত্য—সত্য! তিন সত্য ক'রে
যা'ব বরের গলা ধ'রে।

মন্ম। রাখবো হৃদয়ে আমি তোমায় আদরে। (আলিঙ্গন।)

নেপথ্যে হলধর।—ম্যাষ্টের! ম্যাষ্টের!

কুন্দ। মামা মামা—ছাড় ছাড়।

মন্ম। পড় পড়, যা হয় একখানা না'ওনা।

কুন্দ। (পুস্তক পাঠ) "আফ্রিকার অধিকাংশই অনুর্ব্বরা; গম যব ধান্য প্রভৃতি শস্য, এবং খর্জ্জুর, জলপাই, আঙ্গুর, কমলালেবু, সাগুদানা, নারিকেল, কাফি, ইক্ষু, গঁদ, তামাক, নীল উৎপন্ন হয়।"

(হলধরের প্রবেশ)

হল। ঈস্, ম্যাষ্টের যে একেবারে লেখা পড়ার চীনেবাজার বসিয়েছ, ভাল ভাল ও পড়া ভাল; পয়সা খরচ ক'ত্তে হয় না, কিন্‌তে হয় না, অথচ বাড়ীতে নানান রকম মেওয়ার নাম হ'চ্ছে। কি বই—বিদ্যাসুন্দর বুঝি? মালিনীর বেসাতী পড়াচ্ছ? বেশ বই—বেশ বই—অনেক জ্ঞানের কথা আছে,—

আট পণে কিনিয়াছি কাঠ আট আটী।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে আমি তাই আঁটী।
খুন হ'য়ে গেছি বাবা চুন চেয়ে চেয়ে।
শেষে ফুরাইল কড়ি আনিলাম চেয়ে।

সত্যযুগ কি যুগই ছিল, দোকানীরা চাহিলেই জিনিষ দিত; ভারতচন্দ্র তাই লিখে গেছে।

মন্ম। আজ্ঞে না, এ ভূগোল।

হল। ও সব এখন হ'য়েছে, বিদ্যাসুন্দরের নকল ক'রে ওরকম বই এখন ঢের হ'য়েছে, কামিনীকুমার আরও সব কি কি। বেশ বেশ মেয়েদের লেখাপড়া আমি বড় ভালবাসি, ম্যাষ্টের তুমি না জুট্‌লে কুন্তীকে আমি নিজেই পড়া'ব মনে ক'রেছিলুম; শুনে শুনে দাশুরায়ের পাঁচালী আমার মুখস্তই আছে, বই কিন্‌তে হ'ত না, মুখে মুখেই পড়িয়ে দিতুম। তুমি দাশুরায়ের পাঁচালী প'ড়েছ?—না প'ড়ে থাকতো প'ড়, বড় সুন্দর লেখা, অমন হনুপ্রকাশ আর কোথাও নেই।

মন্ম। কুন্তলা অনেক ভাল ভাল বই পড়েছেন, ওঁর বড় চমৎকার মেধা।

হল। সে ওদের বংশের দোষ, গুষ্টিই ম্যাদামারা; ওর বাপ শালা আদত আহাম্মুখ ছিল, মুচ্ছুদ্দিগিরি ক'রে হাজার দশেক বই টাকা রেখে যেতে পারেনি, আমি হ'লে সাহেবকে দেউলে নেওয়াতুম; খালি বাজে খরচ করেছে,—এই দেখনা ঘর বোঝাই ক'রে কতকগুলো কাঠরা কিনেছে! কৌচ কেদারা এ সব কেন? কুন্তীকে

বলি যে ঐ গুলো, আর ঐ যে সোণা রূপো কতকগুলো প'ড়ে আছে, ওগুলোতো খ'য়ে যাচ্ছে, বিক্রী ক'রে টাকা আমার কাছে রাখ, স্থদে বাড়বে কত।

কুন্তু। মামা যা আছে সেই স্থদ থেকে আমায় কিছু দাও না, উল টুল কিনতে হবে, একটী পয়সা খরচ ক'ত্তে পাইনে।

হল। দূর বেটী আহাম্মুক সে যে জ'মছে—স্থদের স্থদ জ'মছে, ম্যাষ্টেরকে বল না হুল কিনে দেবে।

মন্ম। আচ্ছা আচ্ছা আমি এনে দেব—আমি এনে দেব, প্যাটারনটা দেবেন, রং মিলিয়ে উল এনে দেব।

কুন্তু। আর মামা আমার বিকেল বেলা মাথা ধরে, মাষ্টার মশাই এক রকম তেল একটু এনে দিয়েছিলেন মেখে অনেকটা ভাল আছি, তাই আমাকে এক শিশি আনিয়ে দাও।

হল। কি তেল ম্যাষ্টের?

মন্ম। আজ্ঞে **কেশরঞ্জন তৈল**।

হল। মহাভৃঙ্গরাজ তেল উঠেছিল, আবার কলঙ্কভঞ্জন তেল উঠেছে; সেই কলওয়ালারা করে বুঝি—চীনের বাদাম টাদাম দিয়ে?

মন্ম। আজ্ঞে না—এ আয়ুর্ব্বেদোক্ত তেল।

হল। বেদের তেল! সেতো বাত ভাল হয়—মাথাধরার কি ক'রবে?

মন্ম। আজ্ঞে না বেদে নয়, কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের।

হল। বটে,—কত ক'রে?

মন্ম। এক টাকা—

হল। এক টাকা যোন? সুবিধে আছে তো, রান্নাবান্নাও চল্‌তে পারে।

মন্ম। আজ্ঞে না, এক টাকা ক'রে শিশি—বড় উপকারী তেল।

হল। এক টা—কা ক'রে তেল কথন উপকারী হয়? মাখিসনি কুন্তী মাখিসনি, চুলগুলো সব উঠে যাবে। তার চেয়ে এক সের রেড়ীর তেল আনিয়ে এক ফোঁটা পিপারমেণ্ট দিয়ে মাখিস দেখি, তাতে পেট কামড়ানি মাথাধরা সব সেরে যাবে, আর চুল অমনি পাটে পাটে ব'সে যাবে।

কুন্ত। ওমা রেড়ীর তেল মাখবো কি? আর পিপারমেণ্ট খেলে পেট কামড়ানি সারবে, মাথাধরার কি হবে?

হল। তা না সারে না সারবে, ও পোড়া মাথা একটু ধ'রেইবা—আধ ঘণ্টা পড়ে একটু ছট্‌ফট করিস, তা হ'লেই সেরে যাবে। এই আধ ঘণ্টাটাক কষ্টের জন্তে এক—টা—কা লাগাবি?

নেপথ্যে পুরোহিত।—শিগ্‌গির লাও—শিগ্‌গির লাও—বিস্তর যজমানের বাড়ী যেতে হবে, বেলা ক'ল্লে চলবে কেন গো?

হল। ও কেও, সেই ভটচায্যি শালার গলা না? মাগী বুঝি আমার শ্রাদ্ধ ক'চ্ছে; সর্ব্বনাশ ক'ল্লে—সর্ব্বনাশ কল্লে, যাচ্ছি—যাচ্ছি, দাঁড়া বেটা দাঁড়া বেটা। (প্রস্থান)

মন্ম। কুন্তল! যদি—মনে কর যদি—আমি ঠিক বলতে পারিনি, কিন্তু যদি তোমার টাকা কোনমতে আদায় করে দিতে পারি তা হ'লে তুমি আমার হবে?

কুন্ত। তোমার কি হব?

মন্ম। কি হবে—কি হবে—আমার স্ত্রী হবে।

কুন্ত। কেন, এখন কি আমি তোমায় পুরুষ আছি ?

মন্ম। তোমার সঙ্গে আমি কথায় পারিনা—আমি সভায় বক্তৃতা করি—বিদ্যায় তর্ক করি—বন্ধুগণের সঙ্গে আমোদ রসালাপ করি, কিন্তু তোমার কাছে আমি একেবারে মুখ চোরা হ'য়ে যাই; আমি কি হ'লুম,—তুমি আমায় কি ক'ল্লে।

কুন্ত। আমি আবার কি ক'রবো ? তুমিই ভাঙ্গছো, তুমিই গড়ছো, ছিলে মাষ্টার—হ'লে বর।

তুমি আমার বর,
আছ বর—থাকবে বর,
কিন্তু বর না রাখলে পন
ক'রবোনাকো ঘর;
জোর ক'রে ব'লবো প্রাণকে
প্রাণ তুই এমনি প্রাণে মর;
হ্যাঁ বর—সত্যই কি তুমি প্রেমে জর জর ?

নেপথ্যে দয়া।—ও কুন্তল।—কুন্তী—

কুন্ত। আঃ রাত দিন কুন্তী—কুন্তী, আমি যাবোনা আমায় খুসী।

মন্ম। কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। আমি যাইনি যাইনি—সামনে দাঁড়িয়ে, পদ্মপলাশলোচন দেখতে পাচ্ছ না ?

নেপথ্যে দয়া।—হ্যাঁলা কুন্তী শুনতে পাচ্ছিসনে!

কুন্তী। যাই বর—না না আসি বর ?

মন্ম। চ'ল্লে ?—আবার কখন দেখা হবে ?
যখন পাল্কী আনবে।

মন্ম। সন্ধ্যার পর?

কুন্ত। হ্যাঁ বর—হ্যাঁ বর—হ্যাঁ বর।

মন্ম। তবে যাই?

কুন্ত। অলক্ষণে কথা দেখ, বল আসি।

মন্ম। আসি।

কুন্ত। ও কি ও, মুখে কই হাসি?—হাস হাস।

মন্ম। তুমি হাস।

কুন্ত। আমি তো হেসেই আছি, তুমি হাস।

মন্ম। আহা, কি মধুর হাসি!

কুন্ত। তুমি হাস—হাস, হাস্‌ছনা—হাস্‌ছনা?

মন্ম। এই যে হাস্‌লুম, তবে আমি আসি?

নেপথ্যে দয়া।—হ্যাঁলা ওলো কুন্তী!

কুন্ত। আসি গো আসি,
দেখো বর যেন শুখোয় না-গো হাসি,
ডাকছে মামী—চ'ল্লো ওই শ্রীচরণের দাসী।

মন্ম। কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। এখন খেলবো না ভাই, বাড়ী যাই। (প্রস্থান)

মন্ম। প্রাণে আজ নূতন সুধা এলো—নূতন সুধা এলো, নূতন আলো! এ আলো চাঁদে নাই, অপ্সর কাননে নাই, কবি কল্পনার স্বর্গে নাই। নেবই নেব—যে ক'রে পারি নেব; কুন্তল ছাড়া আর থাকতে পারিনি, এ অন্ধকূপে কুন্তলকে আর রাখতে পারিনি। মধুখুড়ো না পারে, আমি আপনি টাকা দিয়ে ব'লবো এই তোমার মামার কাছ থেকে আদায় ক'রেছি। (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দরদালান।

পুরোহিত।

পুরো। ওরে হারামজাদা বেটা হাবা নিয়ে আয়না, আজ এমন দেরি ক'ল্লে চলে?—আজ আমাদের মেইল্‌ডে; নিয়ে আয়—কলসী টলসী গুলো নিয়ে আয়, আগে থেকে সব গুছিয়ে সাজিয়ে রাখতে পারেনি?

(দুইটী কলসী লইয়া হাবার প্রবেশ)।

হাবা। এ এউ এ্যাব—এ্যাউ এ্যা এ্যাউ।

পুরো। রাখ এখানে রাখ, নৈবেদ্য নিয়ে আয়, ভুজ্যি নিয়ে আয়, গিন্নী কি ক'চ্ছেন? ডাক ডাক গিন্নী—গিন্নী, এই ঘোম্‌টা—নাকে নথ, বেটা ইশারাও বোঝেনা।

হাবা। হ্যাউ—এ্যাউ—এ্যাউ। (প্রস্থান)

পুরো। চাকরও জুটিয়েছে ভাল, তা মিনি মাইনের অমন হাবা না হ'লে কে থাকবে বল; মাগীর অনুরোধে এ বাড়ীর ক্রিয়া করান, নহিলে মুখ দেখলে বোকনো ফাটে এমন যজমানের বাড়ীও আসে? ওগো কোথায় গো— আননা, তোমার এই দুটো কলসীর জন্যে দিন কাবার ক'রবো নাকি? সেনেদের বাড়ীতে উনিশটা কলসী উৎসর্গ ক'ত্তে হবে, আজকের দিনটা কেমন!

(ভোজ্য ও নৈবেদ্য ইত্যাদি লইয়া গৃহিণী ও হাবার প্রবেশ)।

দয়া। জ্যাঠা ঠাকুর ! জানেন তো বাবা আমার কি অদৃষ্ট, এও যে পেরে উঠবো আমি মনে করিনি—জোর ক'রে যা ক'রেছি ; অপরাধ নেবেন না।

পুরো। লাও লাও শীগ্‌গির লাও—ব'সো, কই গঙ্গাজল কই ? ওরে হাবা।

হাবা। এ্যাউ—ব্যাউ—ব্যাউ।

পুরো। ওরে বেটা গঙ্গাজল—গঙ্গাজল—জল,—ঢক ঢক ঢক (ইঙ্গিত করণ)।

দয়া। এই যে আমি এনেছি, ঐ—ঐ ভাঁড়ে আছে।

পুরো। লাও আচমন কর, বল নমঃ বিষ্ণু।

দয়া। নমঃ।

পুরো। অপবিত্র পবিত্রোবা—

দয়া। অপর রাত্তির পাবিত্তির খোপা।

পুরো। হ'য়েছে হ'য়েছে—সর্ব্বাবস্থাং গতোপিবা।

দয়া। সবার বস্তাং—কি বল্লে ?

পুরো। গতো পিবা।

দয়া। গাতো পেবা।

পুরো। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষ।

দয়া। যাচ্ছি রেতে পুঁটুরী থ্যাক্য।

পুরো। স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ।

দয়া। সরভাঙ্গাতে ভাঁড়ারে।

(হলধরের প্রবেশ)

হল। হুঁ হুঁ হুঁ।

পুরো। এই আচমন করালেম, আপনার সহধর্ম্মিণীর মহাকার্য্য করিয়ে দিচ্ছি; আর আপনিতো ডাকেন ডোকেন না।

হল। বলি ব্যাপারটা কি ভটচায্ ?

পুরো। কলসী উৎসর্গ—কলসী উৎসর্গ, পিতামাতাকে জলদান।

দয়া। তুমি যাও যাও, আমি এখন কাজ সেরেনি।

হল। আমায় লুকিয়ে পুরুত ডেকে আমার সর্ব্বনাশ ক'রবে ঠিক ক'রেছ ? দেদার খরচ ক'চ্ছো, তোমার পুণ্য প'ড়েছে ?

পুরো। মহা পুণ্য দিন,—অক্ষয় তৃতীয়া, সত্য যুগাদ্যা, ভোজ্য সহিত জলপূর্ণ ঘটদানে সূর্য্যলোক গমন ফল, স্নানদানে অনন্ত পুণ্য প্রাপ্তি; শিবগঙ্গা কৈলাস হিমালয় ভগীরথ পূজা যবৈ র্হোমঃ।

হল। এখন তুমি থামঃ।

পুরো। বিষ্ণুপূজা যবদান অনধ্যায় মহাফলং শক্তুদানং জলপূর্ণ ঘটদানঞ্চ, দক্ষিণে আর কি ? আপনার বাড়ী—এক টাকার কম্‌তো গৃহিণী দেন না।

হল। ধাঁ কুড় কুড় ঘটং ঘটং হাঞ্চ নাঞ্চ ভঁঞ্চ নঞ্চ মেলাই জুচ্চুরি শ্লোকতো প'ড়লে, মনে ক'রেছ কি এই চাল ডাল কাপড় পয়সা গুলো নিয়ে যাবে ?

দয়া। চুপ করনা।

মচোপ্‌রাও হারামজাদী।

দয়া। কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি বাপ মাকে জল দিচ্ছি, তুমি আমার সেই বাপ মাকে গাল দিয়ে কথা কও?

হল। বাপ মাকে জল দিচ্ছ, আমি এত মানা ক'ল্লুম শোনা হ'লনা বুঝি? হাবা—

হাবা। এ্যাও!

হল। ফেলে দেত বেটা সব।

দয়া। পাগল হ'য়েছ নাকি?

পুরো। আপনি ও কিরূপ বলছেন?

হল। বলছি, যদি একটু বেশী দেরি কর তা হ'লে তোমার টিকিটী ছিঁড়বো।

পুরো। গিন্নী একি অপমান? আমার কি আর যজমান নেই?

দয়া। খুব মুখে কালি পাড়াচ্ছ! কালিরতো আর বাকি নেই

হল। বলি এই সব জিনিস গুলো এই বামনাকে দিতে হবে?

দয়া। হবে না তো কি তোমার শ্রাদ্ধ ক'ত্তে হবে?

হল। ভট্‌চায জান, আমি ধর্ম্মকর্ম্ম মানিনে—ত্যাগ ক'রেছি; আমার বাড়ীতে বুজরুকী?

পুরো। যজমানতো আমার নেই, তাই তোমার বাড়ী ক্রিয়া করান! গিন্নির অনুরোধে এসেছিলাম, এই নাও সব প্যাচ্ছাব ক'রেদি।

দয়া। জ্যাঠা ঠাকুর রাগ ক'রবেন না জ্যাঠা ঠাকুর রাগ ক'রবেন না, ও মিনসে খেপেছে।

পুরো। আরে নাও নাও, এমন বাড়ীতে আমি ক্রিয়া করা'ত্তে চাইনা, প্যাচ্ছাব ক'রেদি—প্যাচ্ছাব ক'রেদি: আমার কত যজমান আছে।

দয়া। জ্যাঠা ঠাকুর তুমি তাড়াতাড়ি মন্ত্র দুটো পড়িয়ে দাও, আমার বাপ মা জল পা'ক।

পুরো। দাও দাও, বল অদ্য বৈশাখে মাসী শুক্লে পক্ষে—

হল। হলধর হালদারের চাল ডাল আমার ঘরে আসুকং।

দয়া। আহা কেন বিরক্ত করগা? জ্যাঠা ঠাকুর মন্ত্রকটা ব'লে দাও, যা না তুমি বাইরে।

হল। আচ্ছা দেখি কতদূর হয়।

দয়া। আপনি মন্ত্র বলুন।

পুরো। অক্ষয় তৃতীয়াং তিথৌ, এষাং জলপূর্ণ ঘটং, সবস্ত্রভোজ্যং, কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণায়াং মহেশ ঠাকুকে দিলুম। দাও এই ফুলটা নিয়ে কলসীর উপর ফেলে দাও।

হল। আরো কিছু আছে নাকি?

দয়া। একটু চুপ ক'ত্তে পারনা?

পুরো। বল, সর্ব্বদেবতায়াং প্রসন্নোভব, পিতৃমাতৃ তৃপ্তর্থো ময়া জলদানং কুরু, ইতি অক্ষয় তৃতীয়াং ব্রতং সফলং ভবেত: ভোজ্য বস্ত্র কাঞ্চন জলং পুরোহিতে দদে। প্রণাম কর—দক্ষিণে দাও।

দয়া। এই বাঁচিয়ে বুঁচিয়ে চার আনা রেখেছিলুম, এই নিয়েই আশীর্ব্বাদ করুন।

হল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এই সব সহ্য ক'রবো? চা—র—আ—না পয়সা দিবি, আবার এই সব? হাবা

হাবা। এঁ্যাউ—এঁাও—এঁ্যাঃ?

পুরো। বড়ই জয়ে সারলেম; এক ঘণ্টা কর্ম্ম ভোগ, সমস্ত বিক্রয় ক'রেও একটা টাকা হবে না।

হল। মনে ক'রেছ কি সব নে যাবে? হাবা আমি হাত ধ'রে রেখেছি, তুই ভাঙ কলসী।

দয়া। কি—তোমার যত বড় আস্পর্দ্ধা তত বড় কথা!—আমার বাপ মার জল তুমি নষ্ট ক'রবে?

হল। ক'রবো নাতো কি? লাথী মেরে কলসী ভেঙ্গে দেব; হাবা বুঝতে পাচ্ছিসনে?—কলসী তোল, ভাঙ।

হাবা। আঁও আঁউ ই। (কলসী তুলিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত)

দয়া। হাবা! ঝেঁটিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব, কলসীতে হাত দিসনে বলছি।

হল। ভেঙ্গে ফেল—ভেঙ্গে ফেল; ধর্ম্মের মুখে ছাই, খালি খরচ—খালি খরচ!

পুরো। আমি অভিশম্পাৎ ক'রবো—অভিশম্পাৎ ক'রবো।

হল। বামনা! এই তোর টিকী ধ'রে ছিঁড়বো—কি ক'রবি কর; জিনিস পত্র সব তুলে নে, কলসী দুটো ভেঙ্গে দে.—দে হাবা দে—না না থাক থাক ভাঙ্গিসনি ভাঙ্গিসনি।

দয়া। আহা তোমার সুমতি হ'ক।

হল। ভাঙ্গিসনি, জল ফেলে কলসী দুটো ঐ দোকানে দিয়ে একটা পয়সা আন, আমি ধ'রেছি বামনার টিকী।

পুরো। ওরে পাষণ্ড ছাড় ছাড়।

দয়া। সর্ব্বনাশ ক'ল্লে—সর্ব্বনাশ ক'ল্লে! ও মুখপোড়া, মানুষের চামড়া কি তোমার গায়ে নেই?

হল। যোচ্চোর বেটা বামনা! আমার এক মাসের খরচ লুটিয়ে নিচ্ছিস; নেখ হাবা, এঁ্যা এঁ্যা ভেঙ্গে

তা যা'ক বেশ ক'রেছিস ভেঙেছিস—
হ'তো। একি! সব জল তোমার বাপ মা পি
বিকারের তৃষ্ণা নাকি?

দয়া। মুখপোড়া, যেমন মনিব তেমনি চাকর! সর্ব্বনাশ ক'ল্লে—এঁ্যা, ও আঁটকুড়ীর বেটা হাবা! জলপুরে আনিস্‌নি? আমি খালি কলসী উৎসর্গ ক'চ্ছিলুম?

হাবা। এঁ্যাও এঁ্যাও এঁ্যাও।

হল। ওটা ভাঙ—ওটা ভাঙ।

দয়া। বেটা করিস কি—করিস কি? ওটা বাবার।

হল। তোমার বাবার বাবার হ'লেও রাখিনে; বামনা বেটা আমার বাড়ীতে জুচ্চুরি!

দয়া। খবরদার কলসী দেবনা।

হাবা। এঁ্যাও এঁ্যাও এঁ্যাও।

দয়া। এঁ্যা এঁ্যা এঁ্যা বেটা ছুঁসনে বলছি।
বামনা তোর টিকী কাটবো, হাবা ভাঙ।
ওরে ছিঁড়ে গেল—ছিঁড়ে গেল—হাত ছেড়ে দে, বেটা নরকে যাবি।

দয়া। কলসী ছাড় হাবা।

হাবা। আঁউ আঁও আঁউ।

হল। ভেঙ্গে ফেল—ভেঙ্গে ফেল, আমি ধ'রে রেখেছি।

দয়া। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ ক'ল্লেরে, ওরে এমন ডাকাত কাশীমিত্রের ঘাটে যায় না রে?

হল। তোমায় বেড়া আগুনে পোড়ায় না রে? অলুক্ষণে বেটা আমার মাথা খেলে; তিন চার সের চাল বিলিয়ে

হল। মুচ্ছে এই জোচ্চোর বামনা বেটার পয়ামর্শে;—
কেমন বেটা—হেঁইও। (টিকী আকর্ষণ)

পুরো। ওরে গেলুমরে—

হল। মার টান—হেঁইও—

পুরো। গিছি রে বাপ্।

হল। হাবা নেনা কেড়ে।

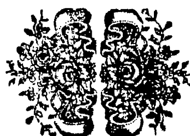
দয়া। মেয়ে লাথীতে মুখ ভেঙ্গে দেব।

হাবা। এঁও এঁও এঁও এঁই—ই— (কলসী ভাঙ্গন)

দয়া। ও মুখপোড়া সর্ব্বনাশ ক'ল্লি!

হল। এইবার তো উপ্‌ড়িছি তোর টিকী।

পুরো। নরকে যা—নরকে যা, পাষণ্ড বেটা নরাধম; হঃ হঃ হঃ
ব্রাহ্মণের মস্তকটা গেল।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বহির্ব্বাটীর গৃহ—

হলধর হালদার।

হল। হায় হায় ভাবছিলুম কি ক'রে কথাটা ফেলি, কারে দে যোগাড়টা করি ?—না নিজেই নাপ্তিনী পাঠিয়ে আমায় ডাকাচ্ছে ; কি বরাত—কি বরাত ! আমার এখন শনির শেষ কিনা, সব সুফল ফলছে ; আচ্ছা দেখলে কি ক'রে ? হাঁ হাঁ হ'য়েছে,—সে দিন বাজারের সাম্‌নে কপি পাতা কুড়ুচ্ছিলুম, ওদের খড়খড়ির পাখী খোলা ছিল বটে, তাই সেইখান থেকে দেখেছে ; তবে আমার চেহারাখানা এখন বেশ আছে। হায় হায় ! একবার বাগিয়ে ব'সতে পাল্লে হয়, বছরখানেকের ভিতর সব হাত ক'রে নেব, মায় গায়ের গহনাগুলি পর্য্যন্ত। নাপ্তিনী বেটী আবার তার নাপ্তে বেটাকে জোটাচ্ছে, দেখছি সে বেটাও কিছু খাবে ; গোড়ায় কিছু সাওখুড়ী দেখাতে বলে,—খান ছুচ্চার গহনা আর নগদ হাজার খানেক টাকা ছাড়তে হবে ; বলে, তা হ'লে আপনার উপর খুব বিশ্বাস হবে। তা সত্যি জল না দিলে কাণের জল বেরোয় না ; যদি ফাঁকি পড়ি ?—তা হ'লেই তো সর্ব্বনাশ ; ঈস্ আমায় ফাঁকি দেবে ?—রাজ্য শুদ্ধ ফাঁকি দিই আমি। ঐ

মধুখুড়োর গহনা ক'খানা থামকা পাওয়া গেছে, আর বিমলীর তিন হাজার টাকা থেকে হাজার খানেক টাকা—এই দেওয়া যাবে আর কি ; ঠিক কথা—গোড়ায় একটু সরফরাজ না দেখালে বিশ্বাস ক'রবে কেন ?

(প্রদীপ হস্তে দয়াময়ীর প্রবেশ)।

কেও—কেরে—আলো আনে কে ? নেযা—নেযা ; ওঃ তাই বটে, আমার ঘরের লক্ষ্মী ঠাকরুণ ! নইলে এমন আর হিতৈষী কে ? আমার ঘরে আলো ?

দয়া। কি আপদ গা, ঘরে সন্ধ্যাটা দেখাবো না ?

হল। সন্ধ্যা ?—সন্ধ্যা ভগবান দেখাচ্ছেন, তুই আবার দেখাবি কি ? বেটী সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে, কতটা তেল পুড়ছে বলদেখি ! আর ভাল ভাল পুরান কাপড় গুলো সল্তে পাকিয়ে নষ্ট ক'ল্লে ! বটে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ ?—এই—ফুঃ (ফুৎকারে প্রদীপ নির্ব্বাণ)।

দয়া। বটে, দাঁড়াও বাড়ীর ভেতর গিয়ে দশটা প্রদীপ জেলে রাখছি।

হল। না না, ছি ছি তা' ক'ত্তে আছে ; দেখ তুমি বোঝনা কেন বল দেখি ? এই যে পয়সা কড়ি বাঁচাই, একি আমার একলারই থাকছে ? অমন ক'রে তেল নষ্ট ক'রোনা, আর তেল কেনাই বা কেন ? যত কলের পচা সরষে আর চীনের বাদাম ভাঙ্গা ;—র'সো র'সো গিন্নী, তেলের কথা ব'লতে একটা মনে প'ড়ে গেল ; আজ ঐ শ্যামা স্যাকরার দোকানে একবার তামাকটা টানতে,

গেছলেম, একটা বড় মেওয়া রকমের তরকারীর কথা শুনে এলুম, কাল রাঁধবে ?

দয়া। ঈস্ তাও ভাল, সকালে কা'র মুখ দেখে উঠেছিলুম যে তোমার একটা ফরমাস্ ক'রে খাবার সখ হ'য়েছে শুনলুম।

হল। খা'বার সখ আমার বরাবর, খেয়েই ফতুর ; তবে মনের মতন হয় না ব'লেই ভাবি দূর ছাই আর খা'বনা।

দয়া। কি তরকারিটাই শুনি।

হল। ম্যাওয়া জিনিষ গিন্নী—ম্যাওয়া জিনিষ! আহাহা মনে ক'ত্তেই আমার জিবে জল আসছে ; এই দেখ এই যে গোল আলু আর এখন পটল উঠেছে, এ দুয়েরই উপর-কার সেই আসল জিনিসটে ভারী মোলায়েম, যাকে আবাগের বেটা উড়োনচুড়েরা খোসা ব'লে ফেলে দেয়, সেই দুই না একত্র ক'রে বেশ ক'রে জল আছড়া দিয়ে মধ্যম জ্বালে ভাজা ভাজা ক'রে রাঁধলে,—উঃ কি মিষ্টি—কি মিষ্টি! শরীরের তেজ বাড়ে কত! এক একটী খোসা একটী সের দুধের কাজ করে।

দয়া। ও কিপ্‌টে, এবারে খোসা চচ্চড়ি খাবে তাই ঠাউরেছ ? সাধে লোকে নাম মুখে আনে না।

হল। তুমি তৈয়েরি ক'রে খেয়ে দেখদেখি কি জিনিস, আজকাল কলিকাতার বড় মানুষদের বাড়ীতে খালি রাঙ্গা রাঙ্গা গোলাপী চালের ভাত আর ঐ মোগলাই ছিলকি চচ্চড়ি ; তেল নুন ছুঁইয়েছ তো সব মাটী সব মাটী,—খালি জল আছড়া—খালি জল আছড়া! তুমি খোসার জন্য ভেবনা, আমি যোগাড় ক'রে এনে দেব।

দয়া। লোকের দরজা থেকে কুড়িয়ে? ঐ যা বলে ঠিক, ধন হ'লেই তো হয় না, ভোগ করবার বরাত চাই;—খাইয়ে আসোন্নি খাবে কোত্থেকে!

হল। গিন্নি! তুমি আমার মর্ম্মের ব্যথা যদি জানতে তা হ'লে আর অত ক'রে মুখনাড়া দিতে না; একবার বছর দশেক আগে বাজারে একটী আতা দেখে খেতে সাধ হ'য়েছিল, বাড়ী এসে বাক্স খুলে একটা পয়সা বের ক'ত্তে গেলুম, তা বুকের ভিতর যে কি ক'রে উঠলো তা তোমায় বলবো কি! ওঃ হো হো হো হো—পুত্রশোক কাকে বলে জানি না; কিন্তু এর চেয়ে যে বেশী বাড়া নয়, তা বেশ বুঝতে পারি; সেই অবধি লোভ হবে ব'লে আর বাজারে ঢুকিনা, ঐ আশে পাশে যা প'ড়ে থাকে তাই নিয়ে আসি। ওঃ ওঃ ভালকথা—গিন্নী ভেতরে যাও ভেতরে যাও, এই নাপ্তের আসবার কথা আছে; সুদদিতে—সুদদিতে।

দয়া। থাও খাও, ঐ সুদ খেয়ে খেয়েই পেট ভরাও। (প্রস্থান)

হল। তাইতো, নাপ্তিনী এত দেরী ক'চ্ছে কেন? দাঁও ফস্কায় নাকি?

(ইচ্ছের প্রবেশ)।

এই যে নাপ্তেদিদি, এত দেরী যে? আমি ছট্‌ফট্ ক'চ্ছিলুম।

ইচ্ছে। আমরা কখন থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি—তোমার যে আর গিন্নীর সঙ্গে কথা ফুরোয় না? (নেপথ্যে দৃষ্টি ও ইঙ্গিত) ওগো ভিতরে এস না।

(পরামাণিক বেশে মধুখুড়োর প্রবেশ)।

মধু। যা'বো কোথায় বাবু ঘর যে অন্ধকার।

ইচ্ছে। বাবু এই তোমাদের পরামাণিক, ওগো দেখ দেখ বাবুর চেহারাই দেখ, এই বয়সে কত লচ্ছৎ।

মধু। ঘর যে অন্ধকার, প্রদীপ নেই কেন?

কল। পরামাণিক দাদা কথাবার্ত্তা হবে বইতো নয়, হিসেব পত্র দেখাদেখি নেই, ও উড়োনচুড়ে লোকের মত বাজে তেল পোড়ান কেন?

ইচ্ছে। হ'ক না অন্ধকার, বাবুর চেহারা যে দপ্‌দপ্ ক'চ্ছে, মুখখানা যে জলছে।

মধু। ঠিক ঠিক, বা—বা কি ভূরু।

ইচ্ছে। আবার চোকছুটী দেখেছ?—কেমন আড়নয়ন! যেন মদনমোহন।

মধু। কি গোঁফ, যেন মা দুর্গার সিঙ্গী; আমার খুরখানা নিস্‌পিস্ ক'চ্ছে।

ইচ্ছে। দেখ দেখ বাবু হাসছেন, কেমন দাঁত যেন খই ফুট্‌ছে, ঠোঁট দুখানি যেন কুটী ফেটে রয়েছে; এ দেখে কি আর মেয়ে মানুষ না ভুলে থাকতে পারে! আমিই কেমন কেমন ক'চ্ছি!

মধু। বলিস কি নাগ্নিনী! তবে চ'লে আয় ঘরে, এ কাজে কাজ নেই; দু'শ টাকা দেবে ব'লেছে বইতো নয়, আমি ঢের দু'শ টাকা রোজকার ক'রবো, শেষে কি তোকে খোয়াব।

হল। ও পরামাণিক ভায়া—ও পরামাণিক ভায়া, তোমার নাপ্তিনী আমার মাসী হয়; সুন্দরের ছিল মালিনী মাসী, আমার নাপ্তিনী মাসী, আমার সে স্বভাব নয়, তবে যে ব'লছো ঐ ছুঁড়ীর কথা—কি জান তুমিওতো বোঝ, বিধবার হাতে প'ড়ে বিষয়টা বরবাদ যাবে, আমি মুরুব্বি হ'য়ে দাঁড়ালে যেমন ক'রে হ'ক বজায় থাকবে।

ইচ্ছে। সেওতো তাই খোঁজে, বলে ছোঁড়া ফোঁড়ার হাতে প'ড়লে সব নষ্ট হবে, তাই একটু ভারিক্কে মানুষ খোঁজে, যা'তে সম্পত্তি টুকু বজায় থাকে।

হল। ভাড়াটে বাড়ী চারখানা আছে ব'লে বুঝি?

মধু। ও চারখানা বাড়ীর কথা ক'চ্ছেন কি? আমার কাছে শুনুন; এক বামুন বস্তীর জায়গাগুলো যা আছে, সোণা ফলে—সোণা ফলে! দেখতে হয় না মাসে আড়াই শো টাকা।

হল। মাইরি! মাইরি!

মধু। সিঁতির বাগানখানা—বেড়াও চ্যাড়াও ভোগ কর আর বছরে হাজার টাকা গুনে নাও।

হল। পরামাণিক দাদা—পরামাণিক দাদা—

মধু। আর পঞ্চাশটী হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ নগদ স্থুদ কি হয় তা আপনারা জানেন।

হল। পরামাণিক দাদা! তুমি আমার বাবা—বাবা—ধর্ম্ম বাবা, দেখো যেন ফাঁকি না পড়ি; তোমায় বিশ্বাস ক'রে আমি বিস্তর ছাড়ছি।

মধু। এঃ বাবু! নাপ্তে কখনো অবিশ্বাসী হ'তে পারে?

আমাদের হাতে ক্ষুর থাকে, লোকে গলা বাড়িয়ে দেয়, আমরা অবিশ্বাসী হ'লে কি জাত ব্যবসা চ'লতো ?

হল। তা ঠিক ব'লেছো—ঠিক ব'লেছো, একথা বাস্তব বটে; তা কাল সন্ধ্যা বেলাতো ?

ইচ্ছে। কিন্তু বাড়ীতে নয়, সেথায় দেখা ক'ত্তে গোড়ায় তার সাহস হয় না।

হল। তবে কোথায় ?

ইচ্ছে। আমার পরামাণিক ভাও ঠিক ক'রেছে।

মধু। কালীঘাটে—আমি বাসা পর্য্যন্ত ঠিক ক'রেছি।

হল। গোল হবে না তো ?

মধু। সে ভদ্র ঘরের মেয়ে যাবে, আর আপনি ভাবছো ? এমন যায়গা আমি ঠিক করি! খোদাৎ ঐ গহনা আর টাকা যা দেবে ব'লেছ, আমার হাতে দিতে হবে; সে লজ্জায় আপনার সামনে কিছু চাইবে না।

হল। তা তোমায় দিতে পারি পরামাণিক যদি তুমি এক কাজ কর; ইষ্টেম্বর কাগজে আমি একখানি আমমোক্তার নামা লিখিয়ে নিয়ে যাব সেইটী যদি সই করিয়ে দিতে পার।

মধু। সে ইচ্ছের হাত।

হল। দেখিস বেটী নাপ্তের ঝি, তোকে মাসী ব'লেছি।

ইচ্ছে। কিন্তু বাবু একটু সেজে গুজে যেতে হবে, ও কাপড় চোপড়ে গেলে কি ভাল দেখাবে ?

হল। তাইতো বাবা, আমার সব কাপড়ই যে এই রকম কাছা ছাড়া।

মধু। কাছা দাওনা কেন?

হল। ও একটা নামতার হিশেব, ওতে বেশ বাঁচে, নামতা কি জানিস?—

কাছাকে কাছা—
কাছা দ্বিগুণে গামছা—
গামছা দ্বিগুণে চাদর—
চাদর দেড়ে ধুতি। বুঝলে?

ইচ্ছে। তা হবেনা বাবু, আজকের দিনে একখানা ভাল কাছা কোঁচাওয়ালা কাপড় প'রতে হবে, গায়ে একটু খোসবো মাখতে হবে।

হল। তুই বেটী যে আমায় দেউলে পড়াবি দেখছি।

ইচ্ছে। তা কি ক'রবো বাবু, মেয়ে মানুষের মন কি অমনি ভোলে? ও কাছাখোলা মূর্ত্তি দেখলে সে ছুটে পালাবে; সে একে নিজেই পেল্লায় বাবু।

হল। আমার বড় কাপড় নেই যে বাবা।

মধু। পাঁচটা টাকা হ'লে একজোড়া ভাল কালাপেড়ে ধুতি উড়ানি হয়।

হল। পাঁ—চ—টা—কা—কাপড়ে! মেরে ফেল বেটা— আমায় মেরে ফেল।

মধু। তবে যাক, সিমলের আশু বাবু আমায় ওর জন্য সাধা-সাধি ক'চ্ছে, পাঁচ হাজার টাকা খরচ ক'ত্তে চায়, আমায় দু' কাঠা জায়গা কিনে দিতে রাজী। উঃ বল্লকি, এক বামুনবস্তির জায়গা মাসে নিখরচা আড়াইশো টাকা; ও ইচ্ছে, চল আশুবাবুর কাছেই যাই,—নতুন

বৌতো তোকে ব'লেছে হালদার মশাই রাজী না হয় আশু বাবুকে আনিস।

হল। কে,আশু বাবু?—সেই এশো? তোর হাতে ধ'চ্ছি বাবা পরামাণিক,এত গেছে না হয় আরও পাঁচটা টাকা যাবে; কিন্তু বাবা আমি নিজে হাতে ক'রে অত টাকার কাপড় কিনতে পারব না মানুষ খুন, করা কাজ আমা হ'তে হবে না; তোকে আমি দিচ্ছি একখানা ধুতি চাদর এনে দিস।

মধু। এই দেখতো—আমাদের বাবুর কি পাটা নেই?

ইচ্ছে। আর খোসবো?

হল। বাতের জন্যে হাঁসপাতাল থেকে এনেছিলুম—খুব ভাল টারপীন তেল আমার ঘরে আছে, সেই মেখে গেলেই হবে।

মধু। তবে আর কি—টাকা কটা দেন, আমি যাই কাপড় আনতে হবে কোঁচাতে হবে।

হল। দাঁড়া বাবা দাঁড়া আনছি; আচ্ছা এক বেলার জন্য বইতো নয়, কোন রজকের কাছ থেকে দু চার পয়সা দিয়ে ভাড়া ক'রে আনতে পারবে না?

মধু। এক বেলার জন্য কিগো? বিয়ের টোর্ণী হবে, রোজ যাওয়া আসা ক'রবে।

হল। হাঁ হাঁ তা তো বটে, ঠিক ঠিক—আচ্ছা পাঁচ টাকা পুরোই লাগবে? তিন টাকায় হবে না?

মধু। উহুঁ।

হল। সাড়ে তিন?

মধু। খেলো হবে।

হল। নে পৌনে চার।

ইচ্ছে। উনি গোড়ায় এমন কিপ্‌পিন্নি ক'চ্ছেন, ও আশু বাবুর সঙ্গেই মিলবে।

হল। না না চার—কথা ক'চ্ছনা যে?—সাড়ে চার হ'লো—

মধু। ইচ্ছে! কথা শুনেই আমাকে দশ টাকা দিয়েছেন; তুই কেন ও জঞ্জাল ঘটালি বল দেখি?

হল। ওরে পাঁচরে বাবা পাঁচ—ও নাপ্তিনী মাসী পাঁচই হবে; আশুবাবুর বাপ নির্ব্বংশ হ'ক, দাঁড়া বাবা—দাঁড়াও মাসী একটু রও, আমি খুঁজে পেতে পাঁচটা টাকা যোগাড় ক'রে আনছি। (প্রস্থান)

ইচ্ছে। এইতো বেটা ঠিক প'ড়েছে, এবার আমায় কি দেবে বল?

মধু। তোমায় তো ব'লেছি খুড়ী নগদ পঞ্চাশ টাকা দেব, আর শুধু ও পঞ্চাশ টাকাই বা কেন? তিন কুলে আর আমার কে আছে? তোমার বাড়ীতে একটা আস্তানা রেখেছি, যে দিন গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র হ'য়ে শিঙ্গে বাজাব, সে দিন গঙ্গায় টেনে ফেলে দিয়ে তার পরদিনে যা কিছু থাকবে তুমি নিয়ে গিয়ে কাশীবাস ক'রো; আমার খুড়ী মাসী পিসি সবই তো তুমি। ভালকথা—মেয়ে মানুষ ঠিক হ'য়েছে তো?

ইচ্ছে। হ্যাঁ বেনেটোলার বিলেস, সদী গয়লানীকে দিয়ে তাকে ঠিক ক'রেছি—সেই দাসেদের নতুন গিন্নী সাজবে; আক্কেল দেখদিকি হতভাগা মিনসের, টাকার জন্য সতী

লক্ষ্মীর সর্ব্বনাশ ক'ত্তে চায়। এখন যাও, সন্ন্যাসী সাজবে না? আসল কথা বুঝি ভুলে গেলে?

মধু। এই কাছেই সব রেখে এসেছি; তবে তুমি এদিককার সব বাগিয়ে রাখ, আমি ঝাঁ ক'রে সাজ বদলে আসছি। মন্মথ ছোড়ার জন্যে খুব বহুরূপী হওয়া গেল। (প্রস্থান)

(হলধরের পুনঃ প্রবেশ)।

হল। পরামাণিক—

ইচ্ছে। সেকি আর দাঁড়াতে পারে? আজ বোসেদের বাড়ীতে তার কামান সে চ'লে গেল; যা দেবে আমার হাতে দাও।

হল। মাসী তুমি নেবে?—এই নাও—এই পাঁ—চ—টা—কা! দেখ করকরে—বিবির মুখ—এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ! এই নাও বুঝে পেলে? উহুহু নাপ্তিনী মাসী দেখছ—দেখতে পাচ্ছ?

ইচ্ছে। কি?

হল। দেখছনা কাঁদছেন—মা কাঁদছেন—আমার সিন্দুক ছেড়ে যেতে মহারাণী মার চক্ষু দুটী দিয়ে জল গড়িয়ে টাকা চাঁদের বুক ভেসে যাচ্ছে! মাসী, এর পর কাপড় চাদরটা আমার বেচে দিও—নিদেন আধা আধি দাম তো হবে।

ইচ্ছে। তা তখন দেখা যাবে। (প্রস্থান)

(দয়াময়ীর প্রবেশ)

দয়া। ওগো বামুন পিসি এসেছিল, বলছিল যে একটী পাত্র আছে,—একটু ইংরেজি মেজাজ; তোমার কাছে কিছু

চায় না, ওর যা আছে তাই দিলেই কুন্তলাকে বে করে; তা কি বল?

হল। দূর বোকা মাগী আপনার ভাল বুঝিসনে, কুন্তীর বের জন্যে লালায়িত হ'য়ে বেড়াচ্ছিস; "ওর যা আছে তা হলেই বে করে," তবে কিনা গায়ে যা গহনাপত্র আছে—আর দশ হাজার টাকা দিতে হবে; তোর কি কোন জন্মে বুদ্ধি হবে না?

দয়া। মেয়েটী যে পনের পার হয়, জাতটা একেবারে গেল যে?

হল। জাত কিসের—জাত কিসের? জাত তো খালি খরচের জন্যে; তুই জানিস ঐ খরচে জাতের জন্যে আমি হিঁদুয়ানি ছেড়ে দিয়েছি; আমিত এখন ছোকরাদের দলে, কিছু মানিনে।

দয়া। আচ্ছা তুমি হ'লে কি?

হল। যা হইনা তোর কি?

দয়া। হওগে—উচ্ছন্ন যাওগে, তাতে আমার ক্ষতি নেই, মোদ্দাৎ বুড় বয়সে আবার কি রীত হ'চ্ছে? আমি আড়াল থেকে কতক শুনছিলুম, ঐ ব্রজদাসের স্ত্রীর কথা কেন হচ্ছিল?

হল। কেন হ'চ্ছিল—কেন হ'চ্ছিল? সে তার বিষয়ের আমাকে টোণী ক'ত্তে চায়।

দয়া। বছর বাইশের ছুঁড়ী—সে তোমায় টোণী করবে, আমি কিছু বুঝিনা বটে?

হল। আমার যা খুসী তাই ক'রবো, ওসব কথায় তোর কাজ কি? হাবা—হাবা—

(হাবার প্রবেশ)।

হাবা। এ্যাঁও—এ্যাও—

দয়া। হাবাকে ডাকছ কেন ?

হল। এই নে,যাত বেটীকে বাড়ীর ভেতর ; বাড়ী ইঃ ইঃ উঃ নেষা।

হাবা। আও আও আও।

হল। হাঁ হাঁ টেনে নেষা, শীগগির আসিস তোকে আবার আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে।

হাবা। আঁউ আঁউ আঁউ

দয়া। থাম বেটা।

হাবা। এঁ্যাও—এঁ্যাও—

হল। নে যা না—

হাবা। উ আউ উ

দয়া। ঝাঁটাখাবি ব'লেদিলুম।

হল। নেষা বলছি হাবা—টেনে নেষা ; গিন্নী যাও নইলে একটা কুরুক্ষেত্র হবে।

দয়া। আচ্ছা থাক মড়া, যদি ঘুনাক্ষরে কিছু টের পাই—তা হ'লে আমি গলায় দড়ি দেব।

হল। সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ ! আমি বেঁচে থাকতে অমন কাজ করিসনে ; তা হ'লে আমি একেবারে মারা যাব।

দয়া। দেখনা—ভূগে দেখনা, তখন কেমন মজাটা টের পাবে।

হল। ওরে তখন টের পাব কি ?—যা সর্ব্বনাশ হবে এখনি তা যেন চ'খে দেখতে পাচ্ছি ; পাহারাওয়ালা আসবে,

জমাদার আসবে, মুচোড় দিয়ে কত আদায় ক'রবে তা কে জানে? তার পর কলিকাতায় বাঁশে বাঁধবার রেওয়াজ নেই—খাট কিনতে ন' দশ আনা লাগবে; সে আবার এখানে নয়, এখান থেকে মেটক্যাল কলেজ, সেখান থেকে নিমতলা; বৈষ্ণব বেটারা বিস্তর হাঁকবে, ঘাটে আবার তিন টাকা সাড়ে সাত আনা—

দয়া। ও অলপ্পেয়ে বুড়ো, আমি ম'লে তোমার দুঃখ হবে না? খাট কিনতে পোড়াতে খরচ হবে, সেই সর্ব্বনাশ হবে ব লে ভাবছো?

হল। হাঁ হাঁ আমি ম'লে যা হয় করিস, তখন বেওয়ারিস লাস ব'লে কোম্পানীর ঘাড়ে প'ড়বি, আমার খরচা বেঁচে যাবে।

দয়া। বটে? যদিও না দিতুম গলায় দড়ি, তোমায় খরচ করাবো ব'লে আরও দেবই দেব। (প্রস্থান)

হল। ওরে হাবা দেখ দেখ গলায় দড়ি দিতে বেটা—গলায় দড়ি দিতে— (গলায় দড়ি দিয়া দোলবার ইঙ্গিত)

হাবা। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হি—(করতালি হাস্য ও তদ্রূপ করণ)।

হল। যা বেটা যা যা—দড়ি ফড়ি থাকে তো লুকিয়ে ফেল।

হাবা। অঁা অঁা অঁা। (প্রস্থান)

হল। দড়িই বা ঘরে কোথা যে গলায় দেবে।

(সন্ন্যাসীবেশে মধুখুড়োর পুনঃ প্রবেশ)।

মধু। বোম বৈদ্যনাথ ভোলানাথ কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বর।

হল। কেরে বেটা—কেরে বেটা জোচ্চোর?—একেবারে যে ঘরের ভিতর।

মধু। তেরি নাম হলধর হালদার ?

হল। আমার যা খুসী নাম হ'ক না, তো বেটার কি ?

মধু। কুছ নেই বাবা কুছ নেই—

হল। বেটা ভিক্ষে ক'ত্তে এসেছ—ভিক্ষে ক'ত্তে এসেছ ? জানিসনি আমার কালা অশৌচ হ'য়েছে, এই দেখ বেটা কাছা সস্থান ত্যাগ ক'রে গলায় উঠেছে।

মধু। নেই বাবা কুছ নেই মাংতা—তোমকা কুছ দেয়েঙ্গে।

হল। দেয়েঙ্গে কি বাবা ? বাঙ্গালা ক'রে বল—কিছু দেবে।

মধু। হাঁ বেটা, তেরি ভাগ বড়া ভালা হ্যায়, এক যাগ করতে করতে থোড়া সোণা বনগিয়া থা, আবি হুকুম হুয়া তোমকো দেনে—

হল। হুকুম হুয়া—কেয়া হুকুম হুয়া বাবা ?

মধু। বাবাকো,—আউর কিস্কো ? ইচ্ছা থা গঙ্গাজীমে ডালদি, পরন্তু স্বপন হুয়া, সোণা লেকর হলধর হালদার কো দে আও, তুতো হলধর হালদার ?

হল। ও বাবা, আমার চোদ্দ পুরুষ হলধর হালদার।

মধু। লে লে বেটা লে লে— (স্বর্ণ প্রদান)

হল। এ সোণা ! দেখি কষ্টি পাথরে একটু ক'সে দেখি।

(প্রস্থান)

মধু। মন্মথ এখনও বুঝতে পাচ্ছে না তার কাজ আমি কত এগুচ্ছি ; আচ্ছা বাবা তোর ক'নে আমি তোকে জুটিয়ে দিচ্ছি, গাঁজার খরচটা কিন্তু দিস ; দিন আটটা পয়সা বইত নয় ? এ যদি না পারিস বাবা—(হলধরের প্রবেশ)

হল। বাবা দেখ দেখ ঠিক সোণা হায়, কষ্টি পাথরমে ঘসা হায়

ঠিক মিলে গেছে হায়, একুশ টাকায় দর, বাবা কাঁহাসে হুয়া ? হামকো এই ভেল্কীটা শিখায়ে দাও, তোমকো হাম—হাম—হাম—

মধু। হাম হাম করতা হায় কেয়া ?

হল। হাম তুমকো, তুমকো হাম—হাম তুমকো, তুমকো হাম—

মধু। কা কুচ দেওগে ?

হল। বাবা আমি গরিব নাবালক ব্যাচারা হায়, কোথা কি পাগা যে দেগা হায় ! আমার গিন্নী—ইস্তিরি—মাগুয়া গলায় দড়ি দিয়া মরগিয়া, এই দেখ হামার কাচা গলায় হুয়া. ভাঁড়ার কো চাবি উসকা কাছে, নেইতো একমুঠো চাল দিতে পারতা।

মধু। কা হাম তুমকো সোণা কর্‌নে শিখায়েঙ্গে—আউর তুম এক মুঠি চাউল বি নেহি দেগা ?

হল। কি করেগা ? ভাঁড়ারকো চাবি লেকে ইস্তিরি লোক গলায় দড়ি দিয়া ! হাঁ বাবা সত্যি বোলো, তুমি সোণা করতে পারতা হায় ?

মধু। কা তুম বিশ্বাস করতা নেই ?—আবি সব ভস্ম কর দেগা।

হল। হাঁ বাবা তুমি ভস্ম ক'ত্তেও পারতা ? তা হ'লে আমার আ'র একটু উপকার করনা বাবা ; হামারা ভাগ্নী হায়, পনর বছরকা মাদী—বিয়ে নেই হোতা, ওকে ভস্ম ক'রে দিতে পার বাবা ? তা হ'লে আমার অনেক টাকা বজায় থেকে যাগা ; পোড়াবার খরচ পর্য্যন্ত লাগেগা নেই।

মধু। আরে পাপীয়া কেয়া বোলতা—

হল। রাগ ক'ল্লে বাবা? ঘাট হুয়া বাবা ঘাট হুয়া, থাকনে দেও বেটীকো;—আমাকে সোণা ক'রে দাও।

মধু। লে আও কুছ চাঁদী—এক চৌয়ানী—

হল। সিকি?—বাবা গাঁঠে বাঁধাই আছে, কলুয়া সুদ দিয়ে গিয়েছিল তুলিনি এখন। (চাঁদি দেখান)

মধু। আচ্ছা হাত বন্ধ কর—কেঁও উড়ায় দে?—

হল। সেঁকি বাবা আমার সব ডানা কাটা পয়সা, তুমি উড়িয়ে দেবে কি?—সোণা করে দাও।

মধু। এ্যাঃ তেরা বড়ি লালচ, ব্রিং ব্রিং ব্রিং ব্রিং ব্রিং ব্রিং ফুট ফাট ফটাস—বস্ দেখো খুলকে।

হল। এঁ্যা এঁ্যা তুমি কে বাবা—তুমি কে বাবা? কি ঠেকালে বাবা?—সিকিটা গিনি হ'য়ে গেল! ঐ কি পরেশ পাথর হ্যায়?

মধু। হাঁ।

হল। তবে বাবা একবার আমায় দাওনা বাবা, যা দু একটা পয়সা ঘরে আছে সব ঠেকিয়ে ঠুকিয়ে নিই—লোহার সিন্দুকটাতেই ঠেকিয়ে নেব এখন।

মধু। তোমারা হাতমে হোগা নেই।

হল। কেন?

মধু। পহেলা তোমারা অশৌচ হুয়া, ফের—

হল। মিছে কথা বাবা—মিছে কথা, জন্মে কখন আমার অশৌচ হুয়া নেই; ইস্তিরিকা কৈ মাছকা প্রাণ—ওকি মরবার গা! তবে পেটমে কাঁড়ি কাঁড়ি দেগা কে? বাড়ীর ভিতর জল জ্যান্ত ব'সে হীয়; এ মিছে কাছা,

মিছি মিছি সব জোচ্চোর ভিখারী আসতা—তাড়াবার জন্যে একটা কাছা কোমরে জড়ায়ে রাখতা।

মধু। কেয়া তোম ঝুটা আদমী? তব হাম চলে। (প্রস্থানোদ্যত)

হল। ও বাবা যেওনা বাবা, তোমার অপগণ্ড সন্তানকা পাথরঠো দেগা বাবা?

মধু। বিনা পুণ্য করনেসে পরশমণি মিলতা হায়?

হল। আমি বড় পুণ্য করি বাবা বড় পুণ্য করি, এক বেলা বই খাতা নেই; দেখ পরম বৈষ্ণব—কাছা খুচ গিয়া।

মধু। ও নেহি ও নেহি; দান, যাগ, হোম কর্‌নে হোগা।

হল। তা কি ক'রবে বাবা—এইখানেই হোম টোম করনা বাবা, আমি চুপি চুপি গিয়ে কলুদের বেড়াথেকে খানকয়েক ঘুঁটে লুকিয়ে খুলে আনি।

মধু। হিঁয়া নেই, শ্মশানমে হোম হোগা।

হল। আমার বাড়ীও অনেকটা শ্মশানেরই মত, একবার দেখনা সদ্য ফল ফলবে এখন।

মধু। নেই নেই কালীঘাটকো শ্মশানমে হোম করনে হোগা, আউর দান কেয়া করোগে?

হল। দান—দান? সে কাকে বলে বাবা? বাজারে যেমন ফ'ড়েদের কাছে তোলা তোলে—দান নেয়, একি সেই দান বাবা?

মধু। দানকা নামভি জানতা নেই?—হাম অযোধ্যামে একতালা ও, আউর ধরমশালা, ঠাকুরজীকো দেনেকে মানস্ কিয়া; উসমে দশ হাজার রূপেয়া খরচ পড়েগা, যো অহি দেগা উসকো পরেশমণি দেয়েঙ্গে।

হল। কত বল্লে? দশ—হা—জার—

মধু। হাঁ হাঁ ভুলুবাবু আট হাজার দেনে মাঙ্গা, হাম উসকো কঞ্জুস বোলকে চলে আয়েগা।

হল। দ—শ হা—জা—র?

মধু। আরে বেকুব এক এক ঘণ্টেমে হাজার হাজার মোণ হোগা সোণেকা পাহাড় বানায়কে উসকা উপর প'ড়ে রহোঁগে, খালি বহুবাজারসে পুরাণা লোহা লেয়াও, পাথরসে মিলাও, সোণেকি চাদর, সোনেকি কড়ি, সোনেকিজিঞ্জির—

হল। দেখ বাবা আর ব'লোনা আর ব'লনা, আমার মুণ্ড ঘুরে যাতা হ্যায়। লোভ সামলাতে পারতা নেই;—উঃ সোণার পাহাড়! ওরে মনু আমার, দেরে দেরে ঐ কুন্তলার দশ হাজার দেরে;—ওরে সিন্দুক! ভয় নেই ভাই, ভয় নেই ভাই, পাথর পেলেই তোকে হাজার পার্শেন্টো সুদ সুদ্ধ ফিরিয়ে দেব; দেখো বাবা সন্ন্যাসী ঠাকুর, টাকাগুলি শরীরের বুকের গোরক্ত খোয়াবনাত? আমি শুনেছি কোন কোন সন্ন্যাসীরা জুচ্চুরিও করে।

মধু। কেয়া—আ—(ক্রোধে প্রস্থানোদ্যত)

হল। ও বাবা যাও যে—যাও যে? নানা আমি দেগা।

মধু। নেহি মাংতা—

হল। ও বাবা এই—(পা জড়াইয়া পতন)

মধু। হাম জুয়াচোর,—হামকো মৎ ছোঁও।

হল। অপরাধ নিওনা বাবা অপরাধ নিওনা, আমি টাকা দেব

মধু। নেহি মাংতা।

হল। এখুনি দিচ্ছি।

মধু। তেরা রূপেয়া হাম ছোঁয়েগা নেই, হামকো যানে দেও।

হল। ঘাট হ'য়েছে হ্যায়, ঘাট হ'য়েছে হ্যায়।

মধু। ছোড় দেও পা।

হল। আমার গলায় পা দাও, মেরে ফেল।

মধু। আচ্ছা এক পায়ায় মে খাড়া রহো, হাম ধ্যান কর্‌কে দেখে, তোমারা রূপেয়া লেগা কি নেহি?

হল। ক্রোধ সম্বরণ হুয়া বাবা? এই আমি এক পায়ে দাঁড়াতা হ্যায় (মধুর ধ্যানস্থ হওন ও হলধর একপদে দণ্ডায়মান হওন)।

মধু। রূপেয়া লে আও; কাল রাত ঠিক বারা বাজে কালীঘাটকো শ্মশানমে যাও, হুঁয়া তুমকো পাথর আউর মন্ত্র দে দেগা, যাও রূপেয়া লেয়াও।

হল। কাল দেবে—আজ না? টাকা—টাকা—টা কালকে তখনি দিলে—

মধু। বদবক্ত। (প্রস্থানোদ্যত)

হল। ও বাবা ও বাবা, আবার রাগলে? চোরকুঠারিতে আও।

(গৃহাভ্যন্তরে উভয়ের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

মন্মথ ও ইচ্ছে।

মন্ম। সত্যি বলছি—আমি এই তোমার বাড়ী থেকে খুঁজে আসছি, খুড়ো কোথা? সেই যে তরশু সকালে একশ' টাকা নিয়ে এলো, তারপর আর দেখাটী নেই; কি ক'ল্লে?

ইচ্ছে। আহা বাছা টাকা কটী তোমার গেছে, সুবিধে মত পেলে—আমার অনেক দিনের সাধ ছিল, তাই আমার জন্য একটী দেশী মুক্তার নোলক কিনে ফেলেছে।

মন্ম। ইচ্ছে দিদি তামাসা ক'রোনা, নোলক পরবার সাধ হ'য়ে থাকে—আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'লে তোমায় তাই দেব; এখন আমার কাজ কতদূর এগুল জানতো বল।

ইচ্ছে। কাজ যা'তো তোমার খুড়োর মুখে তো শুনেছি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

মন্ম। ছি ইচ্ছে দিদি তুমি রাগ ক'ল্লে?

ইচ্ছে। রাগ কিসের ভাই? মোদ্দাৎ তোমার যে এ স্বভাব তা আমি জানতুম না; ফষ্টি নষ্টি ক'রে বেড়াও—কিন্তু আসলে খাঁটী ছিলে, আমার জ্ঞান ছিল।

মন্ম। এখন কিসে আমায় অখাঁটী দেখলে?

ইচ্ছে। আবার কি দেখতে হয়!—তুমি ভদ্দর লোকের বাড়ীর মেয়ে বার করবার মৎলব ক'চ্ছ?

মন্ম। ছি ছি ইচ্ছেদিদি তুমি তা ব'লোনা, আমাদের এ পবিত্র প্রণয়।

ইচ্ছে। হ্যাঁগো হ্যাঁ তা আমি জানি, তোমাদের ইংরেজী প'ড়লেই পবিত্র প্রণয়—গোলটী নেই; আর আমাদের সেকেলে ধরণ হ'লেই কেলেঙ্কারির ঢাক বাজে। ভাল যা হ'ক, খুব পড়া পড়াতে গিয়েছিলে! পড়ুনি মেয়ের পায়েও গড় করি।

মন্ম। আচ্ছা ও সব কথা আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব, এখন কি হ'ল—জানত বল?

ইচ্ছে। আমি দাদা কিছুই জানিনে, তোমার খুড়োর সঙ্গে কখন দেখা হয়, তখন জিজ্ঞেস ক'রো।

মন্ম। খুড়ো কোথায়?

ইচ্ছে। কে জানে কোথায় শ্মশানে মশানে প'ড়ে আছে; আজ তিন দিন হ'লো সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেছে।

(প্রস্থানোদ্যত)

মন্ম। কোথা চ'ল্লে—ও ইচ্ছেদিদি?

ইচ্ছে। আবার পেছু ডাকে।

মন্ম। বলি যাচ্ছ কোথায়?

ইচ্ছে। পাপ মুখে ব'লতে নেই—কালীঘাটে। (প্রস্থান)

মন্ম। কি গেরোয় প'ড়লুম গা? কুন্তলাকে একপ্রকার আশ্বাস দিয়ে এসেছি, এক গাঁজাখোরের পাল্লায় প'ড়ে কি সব মাটী হ'ল! খুব ধড়ীবাজ দেখেই ধ'ল্লুম, মনে কল্লেম

ও নিশ্চয় পারে; এই যে বীরুবাবু কাছথেকে তার ভাইপোর বিষয় কি ক'রে আদায় ক'রে? আদালতে যেতে হ'লনা—কিছুনা অবশ্য একটা মৎলবে আছে, কিছু ক'চ্ছে; ওর যে মেজাজ পাওয়া ভার, খুলেও কিছু ব'লবে না। দূর হ'কৃগে ভাবতে আর পারিনে;— দেশ ছেড়ে বাড়ী ছেড়ে কি কচ্ছি দেখনা?—তা বেশ বাড়ী নিয়েই বা কি ক'রবো? মধুখুড়ো কিছু না ক'ত্তে পারে একবার শেষ কুন্তলার পায়ে ধ'রে সব ব'লবো, সে আমার না হয়—সব চুলোয় দিয়ে, যা কিছু আছে নিয়ে বিলেত ফিলেত ঘুরে বেড়াব।

(মধুখুড়োর প্রবেশ)।

মধু। হেউ হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

মন্ম। কেও কেও খুড়ো—খুড়ো? আমি তোমায় কত খুঁজেছি; তুমি নাকি সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছ? ইচ্ছেদিদি যে বল্লে।

মধু। তফাৎ তফাৎ—নবাব খাঁজেহেখাঁ সাল সেলেমুদ্দৌলা মধুচন্দ্র রায় রাজা রাণা বাহাদুর C.S.I. A.B.C.D.E.Z. চলতা হ্যায়।

মন্ম। খুড়ো কি বকছো—শোননা।

মধু। হুয়করা, হামসে কোন বাত করতা হ্যায়?

মন্ম। তামাসা রাখ—তামাসা রাখ খুড়ো, একটা কথা বলি শোন।

মধু। এই চৌধুড়ী লেয়াও চৌধুড়ী লেয়াও, হাম দাঁড়াতে পারতা নেই।

মন্ম। খুড়ো আজ বুঝি খুব নেশা করেছ?—আমায় চিনতে পাচ্ছনা?

মধু। তোম' কোন হ্যায়?

মন্ম। আমি মন্মথ।

মধু। আরে মন্মথ তা জানি, কিন্তু আমি তোমায় চেনবার কি ধার ধারি; আমার বাপের নাম রাণী রাসমণি, হুগলীর পোলের নাতী, মনুমেণ্টের প্রপৌত্র, তোমায় চিনব কেহে তুমি ছুঁচো বেটা মন্মথ? মন্মথ—মন্মথ, তা কার কি কলা?

মন্ম। খুড়ো ঠাট্টা ক'চ্ছ না কি ক'চ্ছ কিছুতো বুঝতে পাচ্ছিনে।

মধু। বাবা তুদশ হাজার টাকা সদা সর্ব্বদা ট্যাঁকে ফেরে, নবাব মধুখুড়ো উল্লা রায় বাহাদুর যার তার সঙ্গে বড় ঠাট্টা করে না।

মন্ম। খুব যা হ'ক, একটা কাজের ভার নিলে, তারপর যাচ্ছে-তাই নেশা ক'রে বেড়াচ্ছ।

মধু। জলদী জলদী গাড়ী তৈয়ার কর—জলদী।

মন্ম। আমি যা জিজ্ঞাসা ক'ল্লুম তার উত্তর দিলে না, খালি রাত মাতলামী ক'ত্তে লাগলে?

মধু। বেয়াদব বাত্ত নেই শুনতা?—সোয়ারী—সোয়ারী, ঠিক এগার বাজে হাম গাড়ী মাংতা; ভালাজুড়ী।

মন্ম। বেশ ক'রেছ—আমার যেমন বুদ্ধি এক গেঁজেল ধরেছিলুম তার উপযুক্ত ফল হ'য়েছে; যা ইচ্ছে তাই করগে আমি চল্লুম।

মধু। খবরদার খাড়ারহ ওঃ বুঝেছি, খালি মেওরেশ খেয়ে স্মরণশক্তি বাড়িয়ে একজামিন গুলোতে পাশ হ'য়েছ!

বিদ্যেসাধ্যি কিছুই হয়নি, একটা কথার হিঁয়ালী বুঝতে পারনা? লেও হাত বিস্তার কর্কে পাত দশ হাজার রূপেয়াকা নোট লেও, গুনতি কর—ঠিক দেখো, খাতাঞ্জীকা পাশ জমা দেও।

মন্ম। একি!—সত্যি সত্যি যে হাজার টাকা ক'রে দশ কেতা নোট!—এ কিসের টাকা কোথায় পেলে?

মধু। খাজনা আয়া—খাজনা আয়া—

মন্ম। না খুড়ো তামাসা রাখ—বাংলা করে বল, আমার মন বড় ধুকপুক কচ্ছে।

মধু। বাবা পোড়ো মাষ্টারে মিল,
সোজায় কি লাগে খিল।
একটু ধুকপুক্ করুক না।

মন্ম। খুড়ো, একি কুন্তলার টাকা—আদায় ক'রেছ?

মধু। তুমিতো ভারী বেয়াদব, একটা নবাব স্নুবো লোক দেখছো, না চাইতে দশ হাজার ঝেড়েদিলে; আর ব'লছ আদায় ক'রেছ, একি বিলসরকার পেয়েছ?

মন্ম। খুড়ো তুমি বুঝনা, যদি কুন্তলার টাকা আদায় ক'ত্তে পেরে থাক তা হ'লে তুমি আমার বাপের কাজ ক'রেছ।

মধু। থ্যাঙ্ক ইউ জেণ্টেলম্যান! ঝাঁ এক গ্রেড প্রমোসন দিয়ে দিলে; ছিলুম খুড়ো—হলুম বাবা; নাও নাও রাত্রি এগারটার সময় খিড়কির দরজায় একখানা ভালগাড়ী হাজির থাকে, হলধর—ডুগুণ্ডটার, নাম ওই হালদারে বেটাকে আটকে রাখা যাবে এখন, তুমি সেই সুযোগে কুন্তলাকে বুভুমে ক'রে ক্যারাঞ্চি যোগে দমদমা তক্,

পরে রেলযোগে নৈহাটী মোকামে যাত্রা করছ—হুকুম শ্রীমধুলাল রসীদ—অর্থাৎ বিনা রসীদে মধুখুড়োর জল টাকা নেওয়া।

মন্ম। খুড়ো, তুমি আমায় জন্মের মত কিনলে?

মধু। কিনলুম বটে বাবা, কিন্তু আপনি চ'রে খেও, একটু একটু দুধ আমায় দিও।

মন্ম। কি ক'রে বাগালে খুড়ো?

মধু। সে করা গেছে এক রকম, কিন্তু বেবাক থ্যাঙ্ক ইউগুলো আমায় দিওনা—কুড়ীখানেক তোমার ইচ্ছেদিদি জন্য রেখো, সে যদি অমল ব্রজমোহনের বাড়ীর কেলেবার নাপ্তিনী না সাজতো তা হ'লে অর্দ্ধেক কাজ হ'তো না।

মন্ম। তোমার জিনিষ গুলো পেয়েছ।

মধু। র'সো বাবা—এখন জাঁকড়ে আছে; বিস্তর কাজ বাকি, দক্ষিণান্ত হ'য়ে গেলে সব তোমায় খুলে বলব। এখন পেছু ডেকনা চল্লুম। (প্রস্থান)

মন্ম। আরতো কুন্তলার কোন ওজোর নেই, এতদিনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল, চল চল—এইবার বাড়ীতে গে বসব; বিষয় আশয় নরোত্তম দাদা দেখবে, আমি আমি আপনি প'ড়রো—কুন্তলাকে পড়াবো—ঘরে ব'সে রাত দিন চখে চখে—মুখে মুখে—বুকে বুকে থাকবো, আড়াল হব না আড়াল ক'রবনা। গাড়ী ঠিক ক'রেই কুন্তলার বাড়ী।

(প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুন্তলার কক্ষ।

কুন্তলা।

কুন্ত। (পুস্তক পাঠ করিতে করিতে)

আমার খুকুরাণী সোণামণি আয়ত কোলে ভাই।
বুকে থুয়ে মুখখানি তোর সদাই দেখতে চাই।
অমন মধুর মুখে মধুর হাসি কোথায় আছে কার ?
চাঁদা মামা ঢেলে গেছে সুধা যত তার।
অমন নরম নরম বাধো বাধো আধ কথা গুলি।
কোথা থেকে শিখে এলি ব'নটী বল শুনি।
তোরে দেখলে পরে হরষ ভরে হৃদয় ভেসে যায়।
রাখি তোরে বুকে ক'রে আয়রে খুকু আয়।

বই পড়া—খেলেনার পুতুলেরই আদর করা, সাধত মেটাতে হবে, আমার এতেই সাধ মিটুক, আসলেতো কিছু হবে না। ছেলে বেলায় রূপ কথায় শুনেছিলেম বাঘা-মামা, তা আমার সত্যিই হ'য়েছে বাঘামামা ; মন্মথ—ছিছি মাষ্টার মশাই যাই বলুন, আমার এই বইখানি বেশ ভাল লাগে ; নামটীও যেমনি—বইটীও তেমনি ; গল্প সল্প ; কি মিষ্টি নাম ! মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আজ ঝগড়া ক'রব, আমায় এমনতর লিখতে শেখায় না কেন ? মেয়ে মানুষ যদি লেখাপড়া শেখে, যেন স্বর্ণকুমারীর মতই শেখে দেখ দেখি কেমন লিখেছেন, যেখানটা পড়ি সেই

খানটাই মিষ্টি; আর মিষ্টি! যার অদৃষ্টে বিষেরবৃষ্টি সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তার কাছে আবার কি মিষ্টি—"মন্মথ"? মাষ্টার মশাইয়ের তো আজ খবরই নেই; হুঁ—উনি আবার মামার কাছথেকে টাকা আদায় ক'রবেন! আমার সামনেই যার মুখতুলে কথা কইতে পারেন না—মামার মুখের কাছে ফরে আসবেন; যাকগে,—আশা ক'র্লে কেবল নৈরাশ্যের যাতনা বাড়ে বইতো নয়, নাই বা হ'লো বিয়ে, নাই বা হ'লো ঘর সংসার; সাহেবদের ভিতরতো বিস্তর মেয়ে চিরকুমারী থাকেন, আমিও না হয় তাই থাকবো তাঁদের ভিতর অনেকে ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন কাটান; বেশ—আমিও কাশী গিয়ে বাস ক'রবো।

গীত।

(আমার) শুখিয়ে গেল ফুলের হাসি
ঠোঁটের হাসি হ'লো বাসী
হৃদে বাঁশী আর বাজেনা
ব্যথা বাজেনা অসাড় প্রাণে আল্লা ফাসী॥
নিভে গেল চাঁদের আলো
উষার আলো চ'খে কালো
হৃদে কালো মেঘ এলো ছেয়ে ঘন রাশি রাশি।
দুঃখরাশি সহিব না আর হব গিয়ে কাশীবাসী॥

নপথ্যে মন্ম। কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। এই যে "অকালে উদয়কান্ত নবনীরধর", ভারি ব্যগ্র যে, স্বে আহ্লাদ—

মন্ম। (প্রবেশ) কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। মাষ্টার মশাই নাকি ?

মন্ম। কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। বাড়ীতে নেইগো, এখন দেখা হবে না।

মন্ম। এই যে আমার কুন্তল !—এই নাও তোমার টাকা আদায় ক'রেছি, আমার কুন্তল দশ হাজার টাকা গুনে নাও।

কুন্ত। আমার মাষ্টার মশাই, এই নাও তোমার কুন্তল দাঁড়িয়ে তুমি কিনে নিয়েছ—আদর ক'রে বুকে নাও।

মন্ম। কুন্তলা—কুন্তলা—

কুন্ত। তোমার চীনের জুতোর সুকতলা—

মন্ম। সত্য আমার কুন্তল কে পাব ?

কুন্ত। কেন টাকায় কিছু জালটাল করেছ নাকি—যে আমায় তাই ঠাওরাচ্ছ ?

মন্ম। কুন্তল! বিস্তর ফিকিরে মধুখুড়ো তোমার এই টাকা আদায় ক'রেছে, মধুখুড়োর জন্য তোমায় পেলুম।

কুন্ত। আচ্ছা তাঁকে আমার "থ্যাঙ্ক ইউ" নাকি বল তোমরা—তাই দিও।

মন্ম। এখন তবে চল, গাড়ী দাঁড়িয়ে।

কুন্ত। সেকি—এর মধ্যে—হঠাৎ ?—

মন্ম। ছিছি—কুন্তল, এখন আবার ওকি কথা, তুমি না বলেছিলে টাকা আদায় হ'লে তোমার আর কোন আপত্তি থাকবে

না, যা ব'লব তাই ক'রবে; আমার সঙ্গে চল, এস বিবাহ ক'রে ছুজনে পরম সুখে থাকি।

কুন্ত। সে কখন হবে? আর এমনি ভাবে গেলে লোকে কি ব'লবে? তোমার আপনার লোকেরাই বা কি মনে করবেন?

মন্ম। কুন্তল! তোমার লজ্জা সম্বরণের প্রতি আমার কি কিছু-মাত্র দৃষ্টি নাই? আমায় কি তুমি বিশ্বাস কর না? অতি নিকটে খুব ভাল স্থানে আমাদের বিবাহের সমস্ত উদ্‌যোগ হ'য়ে আছে, তুমি এলেই ছুটী হৃদয় এক হবে, গাড়ী দাঁড়িয়ে তোমার মামা এই বেলা বাড়ী নেই, চল।

কুন্ত। এই জিনিস পত্রটত্র সব ফেলে যাব?

মন্ম। তোমার কিছুর অভাব থাকবে না আমি সব দেব; দেখ, আমার কেমন বৈঠকখানা সাজান।

কুন্ত। কিন্তু আমি বাড়ীর গিন্নি হবো, তুমি আমার তাঁবে থাকবে।

মন্ম। সে কথা আবার ব'লছো কুন্তল? এই দেখ আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি। (পদতলে পতন)

নেপথ্যে দয়া। কুন্তী—ও কুন্তী—

কুন্ত। উঠ, উঠ, মামী—মামী—

মন্ম। তাইতো পড় পড়, ঐ বইখানাই নাওনা।

কুন্ত। (পুস্তক পাঠ)

"অরুণ মুকুট শিরে, অধরে উষার হাসি।
পদতলে ফুটে উঠে, শত শত ফুলরাশি।
শুভ্র পরিমল বাসে, উথলিত তনুখানি।
ধরায় চরণ দান, করিছে প্রভাত রাণী।"

দয়া। হ্যাঁলা কুন্তী ?

কুন্ত। মাষ্টার মশাই শুভ্র পরিমল কি ?—সাদা গন্ধ ?

মন্ম। ওটা কি জানেন শুভ্র পরিমল—অর্থাৎ কিনা—শুভ্র—

কুন্ত। গন্ধটা ধপ্ধপে ?

দয়া। কুন্তী শুনতে পাচ্ছিসনে ?—বই রাখ।

কুন্ত। মামী একটু থাম, গন্ধের বুঝি আবার রং আছে ?

মন্ম। তা নয়, তা নয়, তবে কিনা বেশ (Chaste Smell) চেষ্ট স্মেল।

কুন্ত। সব বুঝলুম।

দয়া। ও মাষ্টার কত্তা কোথায় গেল ? এত রাত হ'লো—এলনা, তুমিও এখনও বাড়ী যাওনি।

মন্ম। কি জানি এখনই আসবেন, যাবেন আর কোথা ?

দয়া। না না সেই নাপ্তে মিনষের সঙ্গে কি পরামর্শ কচ্ছিল ?

কুন্ত। মামী ওসব কি কথা ? তুমি ঘরে যাও, এখনি আসবেন, কোথায় বেড়াতে গেছেন।

দয়া। না আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না—আমি বার বাড়ীটা একবার দেখে আসি।

কুন্ত। টাকা কি ক'রে আদায় ক'ল্লে ?

মন্ম। সে ঢের কথা পরে শুনবে, এখন চল ;—কুন্তল ! যদি তুমি আমায় ভালবাস—

কুন্ত। যদি ?—বটে ?—তবে আমি যাবনা, কাশী চ'লে যাই।

মন্ম। না না কুন্তল, তুমি আমায় ভালবাস, বাস আমি জানি ; কুন্তল, আর বিলম্ব ক'রোনা শীঘ্র এস, আবার হয়তো তোমার মামী এসে পড়বেন।

কুন্ত। দেখ নাথ—বিয়ের আগে বরকে নাথ বলতে আছে গা?

মন্ম। আছে—আছে, সব আছে, তুমি যা ব'লবে সব আছে।

কুন্ত। তবে নাথ এই পথের ফুল কুড়িয়ে নাও;—মা যাঁকে তাঁর কুন্তলকে দিয়ে গেছেন, কুন্তল তাঁরই হবে; কিন্তু এর পরে পায়ে ঠেলবেনাতো?

মন্ম। পায়ে ঠেলবো?—পায়ে প'ড়ে থাকবো; আজ চার বৎসর তুমি আমার ইষ্টমন্ত্র হ'য়ে আছ তা জান? ও স্থইট হার্ট! স্থইট হার্ট! (Oh Sweet Heart, Sweet Heart.)

কুন্ত। ওকি গাল দিচ্ছ নাকি? ইংরিজী ক'রে কি ব'ল্লে, ওর মানে কি?

মন্ম। স্থইট হার্ট কিনা মিষ্ট হৃদয়, সাদা কথায় মিঠে প্রাণও বলা যায়।

কুন্ত। ওঃ মিঠে প্রাণ—যেমন গোলাপী খিলি?

মন্ম। চল বাড়ী যাই, তারপর যত পার ঠাট্টা ক'রো; গহনা টহনা যা প'রে আছ এখন তাই থাক, বিবাহের পর তোমার এখানে আর যা কিছু আছে, তা আইনমত আদায় ক'রবার আমার অধিকার হবে।

কুন্ত। তার জন্য ভাবছিনি—কিন্তু—কিন্তু—

মন্ম। আবার কিন্তু কি?—এখনো কি অবিশ্বাস ক'রছো? কুন্তল—প্রাণের কুন্তল!

কুন্ত। কেন ক'রবো না? ছিলে মাষ্টার—হ'চ্ছো বর, এ সব জোচ্চুরি না?

নেপথ্যে (শীস দেওয়া)

মন্ম। আর দেরী নয় আর দেরী নয়—চল, তুমি যাবেনা আমার সঙ্গে ?

কুন্ত। তোমার সঙ্গে যাবনাতো কার সঙ্গে যা'ব ? আমার আর কে আছে ? মা আমাকে তোমায় সমর্পণ করে গেছেন; মাষ্টার হ'য়ে এসে তুমি নিজে আমার মন কেড়ে নিয়েছ, এ সংসারে কি তোমাছাড়া আমি সুখী হ'তে পারি ? তোমায় আমি এত দিন বলিনি, কিন্তু যে দিন তোমায় প্রথমে দেখিছি, সেই দিনই আমি তোমায় চিনিছি; সম্বন্ধ হবার পর নৈহাটীতে আমি লুকিয়ে তোমায় দেখেছিলুম, তুমি তা জানতেনা; যেথায় বল যাব, চল—কিন্তু এই অনুরাগ যেন বরাবর থাকে।

মন্ম। দুষ্ট!—এতদিন এ সকল কথা লুকিয়ে রেখে আমায় পুড়িয়েছ ? এস—এই যে হৃদয়ে নিলুম, চিতায় এর বিচ্ছেদ হবে।

কুন্ত। এই ঘরে ছিলুম—এই সাজ সজ্জা—চার বৎসর—আজ তোদের কাছে বিদায় নিলুম; চল নাথ।

মন্ম। আমার প্রাণের প্রাণ এস। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উঠান।

দয়া ও ইচ্ছা।

দয়া। বলিস কি—ওলো বলিস কি ? জাত গেল, কুল গেল, ধর্ম্ম গেল, লজ্জা গেল।

ইচ্ছে। মা, আপনার লোক—যত্ন কর ভালবাস, তাই বলতে এলুম ; নইলে কি এ কথা বলতে হয় ?

দয়া। এঁ্যা পালিয়ে গেল, মাষ্টারটার সঙ্গে পালিয়ে গেল, কুলে কালি প'ড়লো ! আমরা মেয়ে মানুষ, টাকা জমে তা আমাদেরও এ ইচ্ছে, কিন্তু একি কিপ্‌টেরে বাপু ! পেটে খাবেনা, মেয়ের বে দেবে না !

ইচ্ছে। হঁ্যামা, কত্তা কি তোমার কথাও শোনেন না ? তুমি ব'লে ক'য়ে কি ধর্ম্মকর্ম্ম করাতে পা'র না ?

দয়া। ওরে বাছা আমার কথা শুনলে আর ভাবনা ছিল কি ? ছি ! ছি ! ছি

ইচ্ছে। তা মা আমি চল্লুম, আর কি করি ? বাড়ীতে দুটো ভাড়াটে থাকে, মা খুড়ী ব'লে ডাকে, তাদের তো যত্ন ক'ত্তে হবে—চল্লুম। (প্রস্থান)

দয়া। ইচ্ছে মাগীতো পাড়া জাগানে, এখনই এ কথা হাটে বাজারে রাষ্ট্র হবে। ছি ছি ছি কি কলঙ্ক ! কি কলঙ্ক !

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। এই যে মা এখানেই রয়েছেন, আমি সারা বাড়ীটে ঘুরে এলেম্।

দয়া। আপনি যে এখন ?—এত রাত্রে কি কাজ ?

পুরো। আর কাজ বাছা, আমি সব জানি।

দয়া। এঁ্যা এই কথা—ঘরের কেলেঙ্কার—আপনি সব জান ?

পুরো। আমার কি অগোচর কিছু আছে ? আমি হ'লেম পুরোহিত, পুরীর ভেতর যা হয়, আমি হিট্ ক'রে টেনে বার করি।

দয়া। বাবা—বাবা তুমিতো জেনেছ, আর কাকেও প্রকাশ ক'রোনা; আমি বৈশাখী সংক্রান্তিতে তোমায় লুকিয়ে যত পারি চাল ডাল দেব।

পুরো। এই চালডাল তুমি যত পার অপহরণ ক'রো, তবে চুরি চুরি ক'রোনা। আমার পিতাপিতামহগণ তোমাদের বংশ থেকে অনেক পেয়েছেন: তোমার স্বামী একটু কার্পণ্য করেন বলেকি আমি বংশপরম্পরাগত উপকার ভুলে যাব?

দয়া। জ্যাঠা ঠাকুর এখনকার উপায় কি? মিনসের দোষেতো বংশে কলঙ্ক র'টলো, মেয়েটা ঘর থেকে পালিয়ে গেল; এ বদনাম ঢাকবো কি করে?

পুরো। বাছা, আমি তাই ব'লতেই এসেছি, কোন চিন্তা ক'রোনা; ঐ যে তোমাদের মাষ্টার ছিল মন্মথ বাবু, ওরই ডাক নাম "ভূবো"; তোমার ননদ ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, সে যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যয়েৎ হয়েছে; আমারই বাটীতে সমস্ত বিবাহের আয়োজন হ'য়েছে, কনিষ্ঠ ভায়া আমার মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন, এতক্ষণ বোধ হয় কার্য্য সমাধা হ'লো। তোমার মন্মথ খুব জোগাড়ে, তোমার ভাগ্নীর এক জ্ঞাতিকে আনিয়েছেন, তিনিই সম্প্রদান ক'চ্ছেন।

দয়া। এঁ্যা কুন্তীর বিয়ে হ'য়ে গেল? সে যে বলেছিল তার মার টাকা না পেলে বিবাহ ক'রবে না; অমনি থামকা থামকাই এই কাজ ক'ল্লে?

পুরো। থামকা নয়, বিবাহের দক্ষিণা স্বরূপ আমায় একশত টাকা প্রদান ক'রেছে;—আরও একশত টাকা—

দয়া। একশো!—একশো!—দুশো টাকা তুমি নিয়েছ? হত-ভাগী বেটী এই গহনা টহনা বেচে বুঝি এই কাজ ক'চ্ছে?—টাকা গুনো বরবাদ দিচ্ছে?

পুরো। আর এই হাজার টাকার নোট তোমায় দিয়েছে; ব'লেছে তার মামা না টের পায়, তুমি তোমার যখন যা খরচ হয় ক'রো।

দয়া। এঁ্যা—আমায় হাজার টাকা! দাও—দাও—আহা বেঁচে থাক, বেঁচে থাক; কুন্তল আমার প্রাতঃবাক্যে বেঁচে থাক, হাতের নোয়া সিঁথের সিঁন্দুর ক্ষয় যেন না হয়।

পুরো। তবে বাছা আমি চল্লেম, মোদ্দাত মেজাজ ঠাণ্ডা রেখো, কর্ত্তা একটা কীর্ত্তি ক'রে আসছে। (প্রস্থান)

দয়া। কি—কি—সেকি? মিনসেতো এত রাত্তির অবধি কোথাও থাকে না, বাইরে কোথায় গেল আজ?

নেপথ্যে মধু।—আও, আও, আও?

নেপথ্যে হল।—ওরে সর্ব্বনাশ ক'ল্লে, সর্ব্বনাশ ক'ল্লে, তের চোদ্দ হাজার রে, তের চোদ্দ হাজার!

দয়া। ঐত তার গলা।

(চিত্র বিচিত্রিত বদন ও গলরজ্জু হলধরকে টানিয়া মধুখুড়োর প্রবেশ)।

মধু। চুপ চুপ বেটা।

হল। ওরে তের চোদ্দ হাজার রে, তের চোদ্দ হাজার।

দয়া। ও মুখ পোড়া একি চেহারা?—কে এমন ক'রে দিলে? উঁহুহু মদের গন্ধ বেরুচ্ছে যে!

হল। ওরে শালী হারামজাদী, আমার তের চোদ্দ হাজার টাকা গেল; তের চোদ্দ হাজার রে! তের চোদ্দ হাজার!

দয়া। গেছে?—বেশ হ'য়েছে—বেশ শিক্ষা পেয়েছ! কিপ্পিনের ধনত অমনি ক'রেই যায়; আবার মুখে রং দিলে কে?

মধু। স্বামী, ব্রজদাসের বিধবার টোপী হ'তে ইচ্ছে হ'য়েছিল, এক ব্যাটা নাপতেকে ঘটক করেছিলেন; সে সতী লক্ষী—তাকে পাবে কেন?—নাপতে বেটা একটা বাজারে মেয়ে মানুষ নিয়ে গিয়ে মদ খাইয়ে এই চিত্তির বিচিত্তির ক'রে গলায় দড়ি লাগিয়ে বেঁধে ফেলে গেছলো, আমি হঠাৎ সেখানে গিয়ে এই মূর্ত্তি দেখতে পাই, তাই গাড়ী ক'রে আনলুম।

হল। তের চোদ্দ হাজার রে! তের হাজার চোদ্দ হাজার!

দয়া। দূর মুখ পোড়া, কথা কইতে লজ্জা হ'চ্ছে না? এদিকে বাড়ীতে কি হয়েছে জান? ভাগ্নী যে মাষ্টারের সঙ্গে পালিয়ে গেছে!—বুঝেছি, সেই ফাঁকি দিয়ে আপনার টাকা আদায় ক'রে নিয়েছে।

হল। এঁ্যা এঁ্যা—তবে কি সন্ন্যাসী বেটা জোচ্চোর? সেইতো দশ হাজার টাকা নে গেল আমার কাছ থেকে সোণা ক'রে দেবে ব'লে। ওরে শালারা সবাই জোচ্চোর সবাই জোচ্চোর—ডাকাত বেটারা, চোর বেটারা, আমার সব লুটে নিলে; আমি ট্যাকে দড়ি দিয়ে ম'রবো।

মধু। কৃপণস্য ধনং হরে বহ্নি পৃথ্বী তস্করে—বুঝলে? ঐ দেখ পাড়ার মেয়েগুলো পর্য্যন্ত তোমার মুখে চূণ কালী দিতে আসছে।

হল। তের চোদ্দ হাজার রে—তের চোদ্দ হাজার!

দয়া। আবার ভাগ্নি—আবার ভাগ্নি! দূর দূর গলায় দড়ি, গলায় দড়ি।

(মহিলাগণের প্রবেশ ও গীত)।

আহা মুখখানি কি চমৎকার।
(আবার) রং-চংয়েতে খুলে গেছে বেহদ্দ বাহার॥
মরি জাগ্রত কি নাম,
সকাল বেলা নিলে হয় একাদশীর আরাম;
(চড়ালে) বোকনো ফাটে ভিজে কাটে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম ছারে খার॥
কপালে এত ধন পেলে,
তবু পেট পুরে না খেলে,
ভিখিরি এলে দিতে ঘাড় ধ'রে ঠেলে;
(এখন) কেমন মজা পেলে সাজা
টাকা গেল ঘরে তার।
কৃপণস্য ধনং হর বহ্নি পৃথ্বী তস্কর॥

যবনিকা।

কেশরঞ্জন তৈল।

কেশরঞ্জন উৎকৃষ্ট কেশপোষক, শিথিল কেশমূলের দৃঢ়তাসাধক, কেশপাত ও অকালপক্কতানিবারক এবং অকালবৃদ্ধত্বের অপূর্ব্ব মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে কেশকলাপ কোমল, মসৃণ ও চিক্কণ হয়; অপূর্ব্ব সুগন্ধ ও স্নিগ্ধকরণীশক্তিতে মাথা জ্বালা, মাথা বেদনা, মাথা ঘোরা, মাথাধরা প্রভৃতি কঠোর শিরঃপীড়া দূর করিয়া মস্তিষ্ক ও অপরাপর স্নায়ুকেন্দ্রকে স্নিগ্ধ ও শীতল করে; সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ কুসুমবৎ অপূর্ব্ব গন্ধে মন প্রাণ বিভোর করিয়া তুলে; ইহার গন্ধের তীব্রতার লেশমাত্র নাই। ইহা ব্যবহারে টাকপড়া, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, চিত্ত বাকুল্য ও অবসাদ স্নায়ুমণ্ডলীর রোগ, দৃষ্টিশক্তির হীনতা, শরীরের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি দূর করিয়া শরীর ও মন সতেজ ও সবল, ইন্দ্রিয়গণকে স্বাভাবিক ক্ষমতাপন্ন, চিত্ত প্রফুল্ল এবং মস্তক ভ্রমরকৃষ্ণ ঘন কেশগুচ্ছ সমলঙ্কৃত করে। ফলত কেশরঞ্জনের ন্যায় কেশকলাপের শক্তি ও সৌন্দর্য্যপ্রদ, খালিত্য ও পালিত্যনাশক স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক, চিত্তের প্রফুল্লতা উৎপাদক, এমন অমূল্য ও অতুলনীয় সুমিষ্টগন্ধী তৈল আর নাই।

মূল্য এক শিশি ... ১৲ টাকা। ভিঃ পিঃতে ... ১।৹ টাকা।
প্যাকিং ও মাশুলাদি ।৵৹ আনা। ১২ শিশি ... ১০৲ টাকা।
বড় এক শিশি (ইহাতে ছোট শিশির চারিগুণ তৈল থাকে) মূল্য ৩৲ টাকা।

কয়েকখানি প্রশংসালিপি।

রাজপুতনার মধ্যমণি মাড়োয়ার যোধপুরের মহারাজা হিজ হাইনেস মহারাজাধিরাজ লেফটেনাণ্ট কর্ণেল (Lt. Colonel) সারমদ রাজাই শ্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত সার প্রতাপ সর্দ্দার সিংহ জি, সি, এস, আই, (G. C. S. I.) বাহাদুর স্বয়ং বলিয়াছেন;—"কেশরঞ্জন তৈল আমি স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছি। ইহা দ্বারা মস্তক শীতল থাকে এবং কেশকলাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার গন্ধও পরম রমণীয় ও চিত্তপ্রফুল্লকর।"

নেপালের মহারাণা শ্রীল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর লিখিয়াছেন;—"আমি কেশরঞ্জন তৈলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধে ও কেশবৃদ্ধিকারী শক্তি দর্শনে মোহিত হইয়াছি। এই শ্রেণীর যাবতীয় কেশ তৈলের মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।"

পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য রাজা স্যার শ্রীল শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট, (knight) সি, আই, ই, (C. I. E.) মহোদয় বলিয়াছেন;—"ইহার সুগন্ধ অতীব সুমিষ্ট, রমণীয় ও দীর্ঘকালস্থায়ী।"

উত্তরপাড়ার শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল সি, এস, আই, বাহাদুর লিখিয়াছেন;—"দেশী বা বিলাতী,—যে কে [illegible] ক তৈলের সহিত তুলনায় (কেশরঞ্জন) উপাদেয় ও উৎকৃষ্টতম। সর্ব্বাপেক্ষা ইহার মনোহর সুগন্ধই ইহাকে সর্ব্বজন সমাদৃত করিবে।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ।
১৮।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেটির বাজার, কলিকাতা।

কোন পথ ভাল ঠিক করিতে পারেন না, সেই জন্য কঠোর কষ্ট ভোগ করেন, সৎপরামর্শ এবং অসৎ পরামর্শের তফাৎ বুঝিতে পারেন না তাই বিরক্ত হইয়া দুঃখ পান।

আমেরিকা হইতে আনীত



অদ্বিতীয় কার্য্যকারী

সকোর্টিনারেস।

বহুমূত্র, প্রমেহ, মেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগের ঔষধের নাম শত শত বার শুনিয়াছেন, কিন্তু হয়ত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আমি বলি একবার পরীক্ষা করিলে বিষম সংশয় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন; যৌবনের অপরিণামদর্শিতা বশতঃ বহু অত্যাচারে শুক্রপীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেহ, বহুমূত্র, গণোরিয়া, প্রদর, প্রমেহ, মধুমেহ উপস্থিত হইয়া ক্রমে পুরুষত্ব নষ্ট হয়, সমস্ত স্নায়ুই দুর্ব্বল হয়, পরিপোষণ শক্তি কমিয়া গিয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। দুর্ব্বল স্নায়ু সকলকে বলবান করিতে "সকোর্টিনারেস" অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ জগতে আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি পাঁচ টাকা, প্যাকিং ।০।

এজেণ্টস—এ, সি, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং।

৩৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, মুর্গিহাটা, কলিকাতা।

কুন্তলীন।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশ-তৈল।

কুন্তলীন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে বাজারে অনেক সুবাসিত তৈল ছিল এবং কুন্তলীন বাহির হইবার পরে আরও অনেক হইয়াছে। কিন্তু উপকারিতায় এবং সৌগন্ধে কুন্তলীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল, ইহা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। কুন্তলীনের সৌরভের নিকট পমেটম, ম্যাকেসার তৈল পর্য্যন্ত পরাজিত।

কেবল বঙ্গদেশে নহে অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে কুন্তলীন যে প্রকার প্রচলিত হইয়াছে তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব। এমন কি সুদূর ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলে পর্য্যন্ত কুন্তলীন ব্যবহৃত হইতেছে হা আমাদের গৌরবের বিষয় বটে। যাঁহারা দশগুণ মূল্যের তৈল অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারেন এই প্রকার কত রাণী মহারাণী পর্য্যন্ত অন্যান্য তৈল পরিত্যাগ করিয়া এখন কুন্তলীন ব্যবহার করিতেছেন। কুন্তলীনের শ্রেষ্ঠতার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।

আর এককথা—কুন্তলীন কয়েক বৎসর মাত্র বাহির হইয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যেই জাল ও নকল কুন্তলীনে বাজার ভরিয়া গিয়াছে। অসংখ্য সুবাসিত তৈল থাকিতে জুয়াচোরগণ অন্যান্য তৈল ফেলিয়া কুন্তলীন এত নকল করিতেছে কেন? কুন্তলীনের বিক্রয়াধিক্যের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ কি হইতে পারে?

এইচ, বসু, পারফিউমার,

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু প্রণীত ও প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এবং ষ্টার থিয়েটারে আমার নিকট ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

পুস্তক	মূল্য	পুস্তক	মূল্য
বিমাতা বা বিজয় বসন্ত	৸০	ব্রজলীলা ও চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে একত্রে	।/০
তরুবালা	৸০	চোরের উপর বাটপারি ও ডিস্‌মিশ্ (একত্রে) ॥০ স্থলে	।০
হীরকচূর্ণ	।৵০	বৌ-মা	॥০
অাজব ব্যাপার	।০	গ্রাম্য-বিভ্রাট	॥/০
রাজা বাহাদুর	।০	সতী কি কলঙ্কিনী	।০
কালাপানি	।০	হরিশ্চন্দ্র	॥৵০
বিবাহ-বিভ্রাট	।০	সাবাস আটাশ	।৵০
বাবু	।৵০	অদর্শ-বন্ধু	৸
একাকার	।৵০	কৃপণের ধন	।/০
বিলাপ	৵০		
নসীরাম	॥৵০		

যাঁহার প্রয়োজন হইবে উক্ত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে পাইবেন। ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৺ কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ ৪৲ স্থলে ২৲।
গ্রন্থাবলী ২য় ভাগ ৪৲ স্থলে ২৲।
গ্রন্থাবলী ৩য় ভাগ ২৲ স্থলে ১৲।
গ্রন্থাবলী ৪র্থ ভাগ ২৲ স্থলে ১৲।
গ্রন্থাবলী ৫ম ভাগ ২৲ স্থলে ১৲।
গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ ভাগ ২৲ স্থলে ১৲।
গ্রন্থাবলী ৭ম ভাগ ২৲ স্থলে ১৲।

উক্ত কবিবর প্রণীত, ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

নরমেধ যজ্ঞ ।০, লয়লা-মজনু ।০, ঋষ্যশৃঙ্গ ।০ বনবীর৷ ৵০।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,